রথ টানলে দুগ্গা আসে
সকলকে জানাই
রথযাত্রার
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ় – ১৯ আষাঢ়, ১৪৩২ ঃ ২৮ জুন – ০৪ জুলাই, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 35, 28 June - 04 July, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের আপত্তিতে পরবর্তী

শুনানী পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেল সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে চাকরি হারানো অশিক্ষক স্কুল কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সরকারি বিজ্ঞপ্তি। আদালতের পর্যবেক্ষণ– এক পক্ষকে ক্ষুধার্ত রেখে রাষ্ট্র পক্ষপাত করতে পারে না।

রবিবার : বর্ষা এখনও সেভাবে ভোগায়নি শহর থেকে শহরতলিকে।

তবুও তপসিয়ার হাসপাতালে ডেঙ্গিতে মৃত্যু হল দক্ষিণ দমদম পুর এলাকার সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রীর। শুরু হল এই বছরের ডেঙ্গি মিছিল। এর পর ভরা বর্ষা বাকি। চিন্তা বাড়ছে শহরবাসীর।

সোমবার : আশঙ্কা সত্যি করে ইসরায়েল–ইরান যুদ্ধে অংশ নিল

আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি রাতের অন্ধকারে ইরানের ফোরদো, নাতানজ ও ইস্পাহান পরমাণু কেন্দ্রে সাফল্যের সঙ্গে হামলা চালিয়ে নিরাপদে ফিরে এসেছে আমেরিকার বি–২ বম্বার বিমান।

মঙ্গলবার : মিডডেমিল বা পিএম পোষণ ও প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনায়

খাবার বিলি প্রকল্পে পরিচয় নিশ্চিত করতে ফেসিয়াল রিকগনিশান সিস্টেমে এবার শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মায়ের মুখ স্ক্যান করার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক।

বুধবার : নারীদের প্রতি কুকথা বলার জন্য অনুব্রত মণ্ডলের

National Commission for Women

বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থার রিপোর্ট রাজ্য পুলিশের কাছে চেয়েছিল জাতীয় মহিলা কমিশন। কিন্তু দুবারের রিপোর্টেও সন্তুষ্ট না হওয়ায় বীরভূমের পুলিশ সুপারকে দিল্লিতে তলব করল কমিশন।

বৃহস্পতিবার: রাকেশ শর্মার ৪১ বছর পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে

ফ্যালকন রকেটে চেপে নাসা থেকে মহাকাশে পাড়ি দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। ২৮ ঘণ্টা পর প্রথম ভারতীয় হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ড্রাগনে পা রাখবেন শুভাংশু।

শুক্রবার: আরজিকরে চিকিৎসক মেয়ের মৃত্যুর ঘটনার পুনরায় তদন্ত

চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বাবা ও মা। বিচারপতি এ ব্যাপারে সিবিআই ও রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সিবিআইকে বর্তমান তদন্তের অগ্রগতি জানাতেও বলা হয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ফের গণধর্ষণের কোপে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীঘার সমুদ্র পাড়ে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন তার আরাধনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, বলভদ্র, জগন্নাথের পাশাপাশি সুভদ্রা দেবীর জন্য রথ প্রস্তুত করছেন তখন ১৮৫ কিমি দূরে কসবায় এক আইন শিক্ষা কেন্দ্রে গণধর্ষিতা হচ্ছেন বাংলারই এক মেয়ে। আরজি কর হাসপাতালে এক চিকিৎসক ছাত্রীর পর সময়ের সমাপতনে এবার হাজির আইনের ছাত্রীর। এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই!

কলকাতায় আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ওই কলেজেরই এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে কলেজের ২ পড়ুয়া সহ মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করল কসবা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই গত ২৫ জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পঞ্চাশ এর মধ্যে বলে জানা যাচ্ছে। ওই ল' কলেজেরই একজন প্রাক্তনী মনোজিৎ মিশ্র আলিপুর আদালতে

প্র্যাকটিস করেন বলে পরিচয়ে প্রকাশ। গত ২৬ জুন কসবা থানায় ওই ধর্ষিতা ছাত্রীটি বিস্ফোরক সমস্ত লিখিত অভিযোগ জমা দেয়। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, মূল অভিযুক্ত এবং ধৃত ২ পড়ুয়া টিএমসিপি ছাত্র ইউনিয়ন ঘনিষ্ঠ। এই ঘটনার পরই ফের উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। অনেকেই প্রশ্ন তুলছে, একটি আইনের কলেজ যেটা দুপুর দুটোর সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা সন্ধ্যের পরে সেখানে এই ধরনের অবৈধ কাজকর্ম চলে কিভাবে? কাদের মদতে এই কাজ হয়েছে উঠছে প্রশ্ন তা নিয়েও। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র আবার এই কলেজের নাকি একজন অস্থায়ী কর্মীও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই ডিওআইএফআই এবং এসএফআই কসবা থানার সামনে বিক্ষোভে নেমে পড়েছে। আটকাতে মরিয়া পুলিশের সঙ্গে চলছে ধস্তাধস্তি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেছেন এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর আর চেয়ারে থাকার অধিকার নেই। তিনিও প্রস্তুতি নিচ্ছেন পথে নামবার। এই ঘটনা নিয়ে আগামী দিন যে রাজ্যে আলোড়ন তীব্র হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করলে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে অভিযোগকারীনি যে সমস্ত বিস্ফোরক দাবি করেছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে, তাতে আবারও একবার রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।

অবহেলিত নোয়াই নদী যার পূর্বনাম লাবণ্যবতী

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা–প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন কল্যাণ রায়চৌধুরী

একসময়ে বারাসতের সুবর্ণমতী ও লাবণ্যবতী নামে দুটি নদী প্রবাহিত হত। এরাই মূলত উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতকে উর্বর করেছে, শষ্য শ্যামলায় ও ফলমূল বৃক্ষে ভরিয়ে তুলেছে। পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করেছে। বর্তমানে নদীগুলি তার নাম ও চরিত্র হারিয়ে 'সুতি' ও নোয়াই নামে কোনও মতে একটা অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। কথিত আছে বর্তমান বারাসতের কাজীপাড়ায় অধুনালুপ্ত সুবর্ণমতী নদীর ধারে 'জগদিঘাটায়' ছিল প্রতাপদিত্যের নৌঘাঁটি। সে সময় এত সড়কপথ না থাকায় মানুষের যাতায়াত, ব্যবসা বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির জন্য নদীই ছিল একমাত্র মাধ্যম ও ভরসা। কলকাতার পূর্বপ্রান্তে যে অসংখ্য বিল, বাঁওড় বা জলাশয় রয়েছে ভূ–বিজ্ঞানীদের মতে সেগুলি হল মজে যাওয়া লাবণ্যমতী বা নোয়াই–এর অংশ।

বর্তমানে এই নোয়াই বা লাবণ্যবতী নদী সম্পর্কে গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের অন্যতম প্রবীণ সদস্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, '১৮৮২, ১৯২৫, ১৯৭০ এবং গত ২০১৫ সালে এই নোয়াই নদী সাময়িকভাবে সংস্কার হয়। কিন্তু বর্তমানে অত্যাধিক জনবসতি ও যানবাহন বেড়ে যাওয়ায় এই নদী আজ অবহেলিত। আশপাশে মানুষের বসবাস। নানা আবর্জনা এই নদীপাড়ে ফেলার ফলে নদী যেমন দূষিত হয়েছে ও স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়েছে, তেমনই মশা–মাছির উপদ্রবে নানা রোগব্যাধির সংক্রমণ হচ্ছে। সুতরাং পরিবেশকে সুরক্ষিত করতে হলে স্থানীয় মানুষকেই আগে সচেতন হতে হবে। এছাড়া প্রশাসনিক হস্তক্ষেপও বিশেষভাবে জরুরী। যারা এই সমস্ত অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরিবেশকে দূষিত করছে তাদেরকে চিহ্নিত করে রীতিমত শাস্তির (অর্থনৈতিকভাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করা উচিত) ব্যবস্থা করলে কিছুটা রোধ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে গোবরডাঙা পরিবেশ সমিতির উদ্যোগে এক দীর্ঘ পদযাত্রা শেষে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিটের মুক্ত মঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

কালীগঞ্জ দেখাল মেরুকরণের ভোট

কুনাল মালিক

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল জানান দিচ্ছে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দু মুসলমান

ভোট মেরুকরণ হচ্ছেই। উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত ছিল সেটাই হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আলিফা আহমেদ ভোট পেয়েছেন ১০২৭৫৯ অর্থাৎ ৫৫ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে আছে বিজেপির আশীষ ঘোষ তিনি পেয়েছেন ৫২৭১০ অর্থাৎ ২৮.২৯ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে আছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর প্রার্থী কাবিল উদ্দিন শেখ তিনি পেয়েছেন ২৮৩৪৮ অর্থাৎ ১৫.২১ শতাংশ। বিজেপি এই উপনির্বাচনে পরাজিত হলেও তারা কিন্তু অত্যন্ত খুশি হয়েছে ফলাফল দেখে। বিজেপি এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মাঝেমধ্যেই বলে থাকেন রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য হিন্দুদের আগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হলেই রাজ্যে পরিবর্তন সম্ভব। একথা যে কেবল কথার কথা নয় তা আবারও প্রমাণিত হল এই উপনির্বাচনে। অনেকেই বলে থাকেন বিজেপি বা শুভেন্দু অধিকারীদের এই যে হিন্দুদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং সংখ্যালঘু মুসলিমদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা এটা কখনোই রাজ্যে পরিবর্তন আনতে পারবে না।

এরপর দুয়ের পাতায়

সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন বলছে

'মুসলমানদের প্রসাদ পাঠাবেন না'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সারা রাজ্যে রেশন ডিলারের মাধ্যমে সরকারি খরচে সরকারি ব্যবস্থায় ঘরে ঘরে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ পৌঁছে যাচ্ছে বিনামূল্যে। গত সংখ্যাতেও আমরা ছবি দিয়ে এই সংক্রান্ত একটি খবর করেছিলাম। সেখানে আমরা উল্লেখ করেছিলাম বিনামূল্যে সকলের জন্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অনেক ডিলাররা জানিয়েছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা সেই প্রসাদ নিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি দেখা গেল সংবাদ মাধ্যমের সামনে রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে সারা বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিল সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন এই জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানালো। সংগঠনের পক্ষে মওলানা কামরুজ্জামান বলেন, প্রথমত সরকারি খরচে দিঘাতে জগন্নাথ দেবের একটি ধর্মীয় মন্দির না হলেই ভালো হত। সরকারের দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণকর কাজ করা কখনোই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা নয়। তিনি বলেন, যেভাবে সরকারি

খরচে সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘরে ঘরে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ পাঠানো হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে না। তবুও পাঠাচ্ছেন যখন পাঠান দয়া করে মুসলমানদের বাড়িতে এই ধর্মীয় প্রসাদ পাঠাবেন না। কারণ আমরা একত্ববাদে বিশ্বাসী। আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করি না।

এরপর পাঁচের পাতায়

শুরু কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বঙ্কিম নগর : শিয়রে আবারও দুর্যোগের ভ্রুকুটি। বেহাল সুন্দরবনের একাধিক নদী ও সমুদ্র বাঁধ। সুন্দরবনের অন্যতম বিছিন্ন দ্বীপ সাগর। সাগরের বঙ্কিমনগরের বাঁধের বেহাল অবস্থা। ১২০০ মিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন হয়েছে এখানে। বিগত দুর্যোগ গুলিতে বারে বারে মুড়িগঙ্গা নদীর

জলে প্লাবিত হয়েছে লোকালয়। এবার বর্ষার আগে বঙ্কিমনগরে কংক্রিটের বাঁধ তেরীর উদ্যোগ নিল সেচ দপ্তর। ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কংক্রিটের বাঁধ তৈরীর কাজ চলছে জোরকদমে। বাঁধ নির্মাণের ফলে স্বস্তিতে এলাকাবাসীরা। ভিটেমাটি ছাড়ার আতঙ্ক থেকে এখন অনেকটা নিশ্চিত উপকূলের বাসিন্দারা।

অমাবস্যার কোটালে আতঙ্কে সাগরবাসী

সৌরভ নস্কর

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ গঙ্গাসাগর চারিদিকে জলরাশি বিস্তৃত। এই দ্বীপ ক্রমাগত ভাঙনের ফলে একটু একটু করে সমুদ্র ও নদী গর্ভে বিলীন হতে বসেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিবারই একটু একটু করে গ্রাস করছে গঙ্গাসাগরকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাঙন রোধে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা সব বিফলে গিয়েছে। সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় 'শক্তি'–তে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র সৈকতে বেশ কিছু জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছে এমনকী তীর্থক্ষেত্র কপিলমুনি মন্দিরের সামনে যে সমুদ্র বাঁধ রয়েছে সেই সমুদ্র বাঁধে ও ফাটল দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেই সময় বাঁধ মেরামত করার কাজ চালানো হয়েছিল। আবারো গঙ্গাসাগরের আকাশে দুর্যোগের ভ্রুকুটি। বর্ষায় ফারাক্কা ও বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে নদী–সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে অমাবস্যার কোটালের জেরে আরো সমুদ্রে জলস্তর বৃদ্ধি হলে কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গন চত্বর প্লাবিত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে গঙ্গাসাগরের ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁধ মেরামতের কাজ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। যদি অমাবস্যা আর নিম্নচাপের জোড়া ফলা একসঙ্গে আঘাত হানে গঙ্গাসাগরে তাহলে মাটির নদী বাঁধ সাগরের রুদ্র মুক্তির হাত থেকে এলাকাবাসী ও গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরকে রক্ষা করতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মন্দির প্রাঙ্গণের ব্যবসায়ী স্থানীয়রা।

এরপর পাঁচের পাতায়

যুদ্ধের পরে ধ্বংসের কাছাকাছি জুয়েলারী শিল্প

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

প্রতিটি যুদ্ধ শেষে ধংসের ক্ষতচিহ্ন রয়ে যায়। ইতিহাস সাক্ষী যুদ্ধের দাবানলে যেমন নিরিহ নিরপরাধ মানুষ বলি হয়েছে তেমনি মানুষের রুজি রোজগারের টান পড়েছে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়'। ঠিক তেমনি যখন কোনো দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যুদ্ধ হয় তখন তার প্রভাব দেশের জনগণের উপর পড়ে। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হল। পাকিস্তান যদিও ভারতের কাছে একপ্রকার আত্মসমর্পণ করেছে। নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে পাকিস্তানকে ভারত। এ নিয়েও সারা বিশ্বে অনেক আলোচনা

এই বিল্ডিংয়েই রয়েছে কয়েকশো জুয়েলারী দোকান।

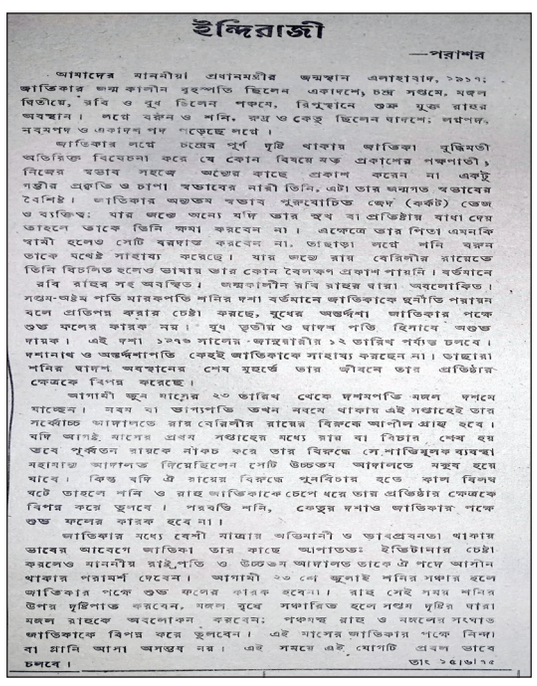

সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু সকলের অন্তরালে রয়ে গেল সাধারণ মানুষের রুজি রোজগারের দিকটা। সমস্ত বিশ্ব আজ যেন যুদ্ধ নীলায় মেতেছে। কি হবে কেউই জানে না। এর প্রভাব পড়েছে মানুষের রুজি রোজগারে।

তার প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবাংলাতেও। সাধারণ মানুষের অবস্থা আজকে কেমন? কেমন করে চলেছে তাদের প্রতিদিনের জীবন যাত্রা? কেউ তা নিয়ে ভাবেনা। বিশেষ করে যুদ্ধের ফলে এ রাজ্যের জুয়েলারী শিল্পের অবস্থা খুবই খারাপ। হাওড়া ডোমজুড় জুয়েলারী শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ডোমজুড় অলঙ্কার ও দক্ষ কারিগরের জন্য বেশ জনপ্রিয়। দেশ বিদেশে এখানকার অলঙ্কারের বেশ চাহিদা রয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জরুরী অবস্থার মুহূর্তে ছিল অভাবনীয় গ্রহ সঞ্চার

প্রণব গুহ

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন গভীর রাতে ঘোষিত হয়েছিল আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা। সেই কালো দিনের ৫০ বছর পূর্তি মুহূর্তে ছাত্রবস্থার সেই সব স্মৃতি টাটকা হয়ে আজও দগদগে হয়ে আছে মনের গভীরে। সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ দেখেছি, বাড়িতে পুলিশের সাপ্তাহিক রেইড দেখেছি, মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি ভয় দেখেছি। সেদিনের সেই সব স্মৃতি উৎস খুঁজে পেতেই আলিপুর বার্তা আর্কাইভ থেকে নেওয়া এক নিবন্ধ তুলে ধরলাম পাঠকদের জন্য।

১৯৭২ সালে ক্ষমতায় এল কংগ্রেস। উত্তাল বাংলায় শুরু হল নকশাল নিধন যজ্ঞ। কালা কানুন 'মিসা'র দাপটে যুবকদের ঘরে থাকা দায়। চেতলার রাস্তা জুড়ে জলসার খবর করার জন্য ১৯৭৪–এর ৩ জানুয়ারি কংগ্রেস এমএলএ আশ্রিত গুণ্ডাদের হাতে মার খেলেন আলিপুর বার্তার বার্তা সম্পাদক তরুণ গুহ। তার আগে ভেঙে চুরমার করা হল আলিপুর গোপালনগরে সম্পাদকীয় দপ্তর। সংসদে প্রশ্ন করলেন সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু। মানহানির মামলা করলেন এমএলএ কানাই সরকার (যদিও তাঁরই অনুপস্থিতিতে খারিজ হয়ে যায় সেই মামলা)। এসব চলতে চলতেই ১৯৭৫–এর ২৫ জুন রাত ১২টা বাজার কয়েক মিনিট আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে হঠাৎ আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন

ইন্দিরাজী
—পরাশর

আলিপুর বার্তা আর্কাইভে ফিরে দেখা

রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ।

আলিপুর বার্তার আর্কাইভ বলছে ঠিক তার ৪ দিন আগে ১৯৭৫ সালের ২১ জুন আলিপুর বার্তার 'জ্যোতিষীর ডাইরি থেকে' কলমে এক নিবন্ধ লিখলেন পরাশর। শিরোনাম 'ইন্দিরাজী'। সেখানে তাঁর ১৫ জুন ১৯৭৫–এ করা বিচারে তিনি লিখলেন, 'আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর জন্মস্থান এলাহাবাদ, ১৯১৭; জাতিকার জন্মকালীন বৃহস্পতি ছিলেন একাদশে, চন্দ্র সপ্তমে, মঙ্গল দ্বিতীয়ে, রবি ও বুধ ছিলেন পঞ্চমে, রিপুস্থানে শুক্র যুক্ত রাহুর অবস্থান। লগ্নে বরুন ও শনি, রুদ্র ও কেতু ছিলেন দ্বাদশে; লগ্নপদ, নবমপদ ও একাদশ পদ পড়েছে লগ্নে।'

জাতিকার লগ্নে চন্দ্রের পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় জাতিকা বুদ্ধিমতী অতিরিক্ত বিবেচনা করে যে কোন বিষয়ে মত প্রকাশের পক্ষপাতী, নিজের স্বভাব সহজে অন্যের কাছে প্রকাশ করেন না একটু গম্ভীর প্রকৃতি ও চাপা স্বভাবের নারী তিনি, এটা তার জন্মগত স্বভাবের বৈশিষ্ট। জাতিকার অন্যতম স্বভাব পুরুষোচিত জেদ (কর্কট) তেজ ও ব্যক্তিত্ব; যার জন্যে অন্যে যদি তার সুখ বা প্রতিষ্টায় বাধা দেয় তাহলে তাকে তিনি ক্ষমা করবেন না। এক্ষেত্রে তার পিতা এমনকী স্বামী হলেও সেটি বরদাস্ত করবেন না, তাছাড়া লগ্নে শনি বরুন তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যার জন্যে রায় বেরিলীর রায়েতে তিনি বিচলিত হলেও ভাষায় তার কোন বৈলক্ষণ প্রকাশ পায়নি। বর্তমানে রবি রাহুর সহ অবস্থিত। জন্মকালীন রবি রাহুর দ্বারা অবলোকিত। সপ্তম–অষ্টম পতি মারকপতি শনির দশা বর্তমানে জাতিকাকে দুর্নীতি পরায়ন বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে, বুধের অন্তর্দশা জাতিকার পক্ষে শুভ ফলের কারক নয়। বুধ তৃতীয় ও দ্বাদশ পতি হিসাবে অশুভদায়ক। এই দশা ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীর ১২ তারিখ পর্যন্ত চলবে। দশানাথ ও অন্তর্দ্দশাপতি কেহই জাতিকাকে সাহায্য করছেন না। তাছাড়া শনির দ্বাদশ অবস্থানের শেষ মুহূর্তে তার জীবনে তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে বিপন্ন করেছে।

আগামী জুন মাসের ২৩ তারিখ থেকে দশমপতি মঙ্গল দশমে যাচ্ছেন। নবম বা ভাগ্যপতি তখন নবমে থাকায় এই সপ্তাহেই তার সর্ব্বোচ্চ আদালতে রায় বেরিলীর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রাহ্য হবে। যদি আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে রায় বা বিচার শেষ হয় তবে পূর্ব্বতন রায়কে নাকচ করে তার বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মহামান্য আদালত দিয়েছিলেন সেটি উচ্চতম আদালতে মকুব হয়ে যাবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

কাজ / শেয়ার

শরীর নিয়ে নানা কথা

ডায়াবেটিসের নতুন টাইপ

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

ডায়াবেটিসের যে বিভিন্ন টাইপ হয় তা এখন ঘরে ঘরে সবারই জানা। কিন্তু এই টাইপগুলি কি কি এবং কি কারণে হয় সে সম্বন্ধে সবার কিন্তু পরিষ্কার কোন ধারনা নেই। বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা যে ডায়াবেটিস বোধহয় কেবলমাত্র ২ প্রকারেরই হয় অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে যে ডায়াবেটিস অর্থাৎ টাইপ ১ আর আরেকটি হল টাইপ ২ ডায়াবেটিস যা কিনা সাধারণত বড়দের হয়ে থাকে। কিন্তু না ডায়াবেটিস কিন্তু বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে এই সামান্য কিছুদিন আগে এক সম্পূর্ণ নতুন টাইপের ডায়াবেটিস স্বীকৃতি পাওয়ার পর এখনো পর্যন্ত ডায়াবেটিস ৫ টাইপের হয়ে থাকে। আসুন এই ৫ ধরনের ডায়াবেটিস সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

টাইপ–১ ঃ অটো ইমিউনিটির কারণে প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন উৎপাদন একদম হয়ই না। সাধারণত অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই ডায়াবেটিস পরিলক্ষিত হয় বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ৫% রোগী এই ডায়াবেটিসের টাইপ ১ আক্রান্ত।

টাইপ–২ ঃ সবচেয়ে বেশি প্রাদুর্ভাব এই টাইপ–২ ডায়াবেটিসের। এর প্রধান কারণ ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বা ইনসুলিন উৎপাদনের ঘাটতি। প্রায় ৯০ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগী এই টাইপের হয়ে থাকেন।

টাইপ–৩ ঃ ক্যান্সার সহ প্যানক্রিয়াসের নানা অসুখে ইনসুলিন উৎপাদন যখন বিঘ্নিত হয় তখন এই ডায়াবেটিস টাইপ–৩ দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ডায়াবেটিস টাইপ–৩ তে আক্রান্তদের সংখ্যা ১ থেকে ৩ শতাংশ।

টাইপ–৪ ঃ জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যে ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। সাধারণত ডেলিভারির পরে এই ডায়াবেটিস চলে যায়। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রায় ১ থেকে ২ শতাংশ এই ডায়াবেটিস এই টাইপ–৪ আক্রান্ত হন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

টাইপ–৫ঃ অপুষ্টিজনিত কারণে যে ডায়াবেটিস হয় তা হল টাইপ–৫ ডায়াবেটিস। মাত্র ১ শতাংশ রোগী এই ডায়াবেটিসের টাইপের মধ্যে পরেন। এই টাইপ ফাইভ ডায়াবেটিস হল সর্বশেষ সংযোজন এই টাইপটি সাধারণত আফ্রিকা বা এশিয়ার অত্যন্ত গরিব দেশগুলিতে দেখা যায়। ছোটবেলায় অত্যন্ত অপুষ্টির জেরে প্যানক্রিয়াস অপরিণত থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে প্রাপ্ত বয়সে শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী ইনসুলিন উৎপাদন করে উঠতে পারে না। ফলে দেখা যায় টাইপ ফাইভ ডায়াবেটিস। এই টাইপের সঙ্গে অটো ইমিউনিটি, লাইফ স্টাইল, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইত্যাদির কোনো যোগই নেই। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হলেও এর সংখ্যা এতই কম যে এর চেয়েও বেশি জরুরী হল টাইপ ২ প্রতি বেশি নজর দেওয়া যা এখন মহামারীর রূপ ধারণ করেছে।

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল–ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

সেলফোন বার্তা
সময়: ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল মোটেরলার কর্মী মার্টিন পার মানহাটানে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে প্রথম সেলফোন বার্তালাপ করেন নিউজার্সির মারেতে, তাঁদের প্রতিযোগী সংস্থা বেল ল্যাবসের প্রধান ড. জোয়েল এ এঙ্গেলকে কুপার যে ফোনটি থেকে কথা বলেছিলেন সেটি ছিল মোটোরলা ডায়না টিএসি মডেলের। ৯ ইঞ্চি লম্বা ফোনটিতে সর্বোচ্চ ৩৫ মিনিট কথা বলা যেত ব্যাটারি চার্জ করতে সময় লাগত ১০ ঘণ্টা।

চাঁদে পা
সময়: ১৯৬৯

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি চাঁদে মানুষ পাঠানোর কথা ঘোষণার পর কেটে গিয়েছিল সাত সাতটা বছর। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং অ্যাপোলো–১১ মহাকাশ যান থেকে মই বেয়ে নেমে চাঁদের মাটিতে পা

রাখলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বিখ্যাত হয়ে আছে চাঁদের মাটিতে পা রেখে আর্মস্ট্রংয়ের অমর উক্তি 'That"s one small step for man, one giant leap for mankind'

পায়ে হেঁটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ
সময়: ১৯৫৪

মিনেসোটার বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়স্ক ডেভ কানস্ট ১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর পায়ে হেঁটে সারা পৃথিবী ঘুরে আসার অভিযান শেষ করেন। এই অভিযানে তাঁর সময় লাগে ৪ বছরেরও বেশি। চলার পথে মোট ২১ জোড়া জুতো ব্যবহার করতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন মোট ১৪,৫০০ মাইল। অভিযানের শুরুতে ডেভের সঙ্গী ছিলেন তাঁর ভাই জন। ১৯৭২ সালে আফগানিস্তানে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়

জনের, ডেভ আহত হন। মিনেসোটায় ফিরে সুস্থ হয়ে তিনি আবার তাঁর অসম্পূর্ণ অভিযান সম্পূর্ণ করতে বেরিয়ে পড়েন। আফগানিস্তান থেকেই এবার তাঁর অভিযান শুরু হয়। শুরুতে ডেভের আরেক ভাই পিটার এই অভিযানে যোগ দেন। কিন্তু অচিরেই পিটার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণের অভিযান একাই শেষ করেন ডেভ। **(সমাপ্ত)**

ট্রাম্প ল্যাজে গোবরে বাজার নিশ্চুপ

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহের আলোচনায় বাজার সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম শেয়ার বাজার সূচক নিফটির রেঞ্জ ২৫৫০০ থেকে ২৪২০০ এর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা এবং আজ যখন এই লেখা লিখছি তখন সূচক ২৫২০০ এবং এই কদিনের মধ্যে সারা পৃথিবী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তা সত্ত্বেও এই রেঞ্জ ব্রেক করেনি। বাজার সম্পর্কে বলতে গেলে এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ২৪৮০০ লেভেল আগামী সপ্তাহে ব্রেক করা শক্ত এবং উপরের দিকে বাজার ২৫৮০০ পর্যন্ত যেতে পারে। কাঁচা তেলের দাম গত সপ্তাহে বাড়তে বাড়তে ৬৫০০ লেভেলে পৌঁছে গিয়েছিল। বর্তমানে আবার কমে ৫৬০০–তে পৌঁছেছে। বলতে দ্বিধা নেই মধ্যপ্রাচ্যের এই অশান্তি সারা বিশ্বের তেল জোগানের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা তৈরি করে দিয়েছে যেটা ভারতের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বড় সমস্যা, কেননা এখানে স্থিত অবস্থায় বজায় রাখার জন্য এই খাতে যে কর বরাদ্দ রয়েছে সেটা কমাতে হবে একই সাথে ক্রেতার কাছে কম দামে পেট্রোল ডিজেল পৌঁছে দিতে হবে। আবার কর কমলে সেটা সরকারের কল্যাণকর খাতে ব্যয়ের সম্ভাবনা কমবে। এই যুদ্ধের সাথে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে

অর্থনীতি

বিশ্বের সাত ৮টি বড় দেশের নাম জুড়ে গিয়েছে। কাজের মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ফিরিয়ে আনাটা কেবল সেই অঞ্চলেই নয়, সারা বিশ্বের তেলের জোগান নিশ্চিত করার জন্য জরুরী।

এখন দেখার আগামী সপ্তাহে যুদ্ধ অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতিকে কতটা প্রভাবিত করে।

বিমা সংস্থায় ২৬৬ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা, ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার স্কেল পদে ২৬৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

জেনারেলিস্ট: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১৭০টি (জেনাঃ ৬৮, ও.বি.সি. ৪৭, তঃজাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস ১৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪টি।

লিগ্যাল আইন শাখার গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটেরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ২০টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস ২)। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং: অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ৮. ও.বি.সি. ৬. তঃজাঃ ৩. তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লুএস ২)।

ইনফর্মেশন টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্স বা. ইনফর্মেশন টেকনোলজির ৪ বছরের ডিগ্রি (বি.ই. বা. বি.টেক.) কোর্স কিংবা এম.সি.এ. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ ২০টি (জেনাঃ ৮. ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২. ই.ডব্লু.এস ২)।

ফিনান্স: বি.কম. বা. এম.কম. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ৮.ও.বি.সি. ৬. তাজাঃ ৩. তঃউঃজাঃ ১. ই.ড.এস ২)।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–৫–২০২৫"র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৫–১৯৯৫ থেকে ১–৫–২০০৪"এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫. ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে। ৫০,৯২৫–৯৬,৭৬৫ টাকা। শুরুতে মেট্রো শহরে চাকরি হলে মোট মাইনে মাসে প্রায় ৮৫,০০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা পাবেন। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশন, যা আরো ৬ মাস বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ২০ জুলাই। এইসব কেন্দ্রে। কলকাতা/ গ্রেটার কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, আগরতলা, গ্যাংটক, বহরমপুর, রৌরকেলা, কটক, ভুবনেশ্বর, রাঁচী, জামশেদপুর, ভাগলপুর, গয়া, পটনা, জোড়হাট, শিলচর, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি।

এই পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৩০ নম্বর, (২) রিজনিং এবিলিটি –৩৫ নম্বর, (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ৩৫ নম্বর। সময় থাকবে এক ঘণ্টা। সফল হলে মোট শূন্যপদের ১৫ গুণ প্রার্থীকে দ্বিতীয় পার্টের অনলাইন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। পরীক্ষা হবে ৩১ আগস্ট। তখন জেনারেলিস্ট পদের বেলায় এই পরীক্ষায় ২৫০ নম্বরের ২৫০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) টেস্ট অফ রিজনিং–৫০ নম্বর, (২) টেস্ট অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড –৫০ নম্বর, (৩) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–৫০ নম্বর, (৪) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৫০ নম্বর, (৫) টেস্ট অফ কম্পিউটার নলেজ–৫০ নম্বর। স্পেশালিস্ট পদের বেলায় অবজেক্টিভ টাইপের এই পরীক্ষায় ২৫০ নম্বরের ২৫০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) টেস্ট অফ রিজনিং–৪০ নম্বর, (২) টেস্ট অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–৪০ নম্বর, (৩) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বর, (৪) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৪০ নম্বর, (৫) টেস্ট অফ কম্পিউটার নলেজ –৪০ নম্বর, (৬) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশ্ন–৫০ নম্বর। এরপর ৩০ নম্বরের ৩০ মিনিটের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ বিষয়ে (প্রবন্ধ লেখা ১০ নম্বর, প্রেসি লেখা ১০ নম্বর, কমপ্রিহেনশন ১০ নম্বর)। মেনস পরীক্ষা হবে কলকাতায়। প্রিলি ও মেনস সব ক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং আছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.nationalinsurance.nic.co.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (২০–৫০ কে.বি.র মধ্যে) ও সিগনেচার (১০–২০ কে.বি.র মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২৫০) টাকা ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার কার্ড, এময়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই.এম.পি.এস., ক্যাশ কার্ড, মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফী ডিটেলস আপলোড করে ও ফটো আর সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

অভাবনীয় গ্রহ সঞ্চার

প্রথম পাতার পর

কিন্তু যদি ঐ রায়ের বিরুদ্ধে পুনর্বিচার হতে কাল বিলম্ব ঘটে তাহলে শনি ও রাহু জাতিকাকে চেপে ধরে তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে বিপন্ন করে তুলবে। পরবর্ত্তি শনি, কেতুর দশাও জাতিকার পক্ষে শুভ ফলের কারক হবে না।

জাতিকার মধ্যে বেশি মাত্রায় অভিমানী ও ভাবপ্রবণতা থাকায় ভাবের আবেগে জাতিকা তার কাছে আপাততঃ ইতিটানার চেষ্টা করলেও মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও উচ্চতম আদালত তাকে ঐ পদে আসীন থাকার পরামর্শ দেবেন। আগামী ২৩ শে জুলাই শনির সঞ্চার হলে জাতিকার পক্ষে শুভ ফলের কারক হবেনা। রাহু সেই সময় শনির উপর দৃষ্টিপাত করবেন, মঙ্গল বৃষে সঞ্চারিত হলে সপ্তম দৃষ্টির দ্বারা মঙ্গল রাহুকে অবলোকন করবেন; পঞ্চমস্থ রাহু ও মঙ্গলের সংঘাত জাতিকাকে বিপন্ন করে তুলবেন। এই মাসের জাতিকার পক্ষে নিন্দা বা গ্লানি আসা অসম্ভব নয়। এই সময়ে এই যোগটি প্রবল ভাবে চলবে।

১৫ জুনের এই রাশি বিচারকে সত্যি করে ২৫ জুন হঠাৎ করে ঘোষণা করে দেওয়া হল জরুরী অবস্থা। খর্ব হয়ে গেল কথা বলা, মত প্রকাশের অধিকার। গ্রেফতার করা হল ১০ হাজারের উপর রাজনৈতিক নেতা থেকে সাংবাদিকদের। যারা ইন্দিরার বিরোধিতা করল কেউ বাদ গেল না। সংবাদ মাধ্যমের উপর লাগু হল সেন্সরশিপ। প্রি–সেন্সরের জন্য বন্ধ রাখতে হল সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তার ২৮ জুনের সংখ্যা। এমন দমবন্ধকর অবস্থা চললো ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত। পরের নির্বাচনে বিপুল হারের মুখোমুখি হল ইন্দিরার কংগ্রেস। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রয়ে গেল দীর্ঘস্থায়ী এক কালো দাগ।

কালীগঞ্জ দেখাল মেরুকরণের ভোট

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বিজেপি বা শুভেন্দু অধিকারীদের ধারণা যে একান্তভাবে ঠিক কারণ তারা অনুধাবন করেছেন বিজেপি যত কিছুই পরিষেবা দিক সংখ্যালঘু মুসলিমদের ভোট থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। কারণ বিজেপির প্রতি ভীতি বা শাসকদল যেভাবে তাদের বিজেপি সম্পর্কে ভয় দেখায়, সেই কারণে কোন দিনই সংখ্যালঘু মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেবে না। অথচ সারা রাজ্যের হিন্দুরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে কিন্তু রাজ্যে পরিবর্তন সম্ভব। কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত প্রায় ৮০টি বুথে বিজেপি ৫০টি ভোটের ও গণ্ডি পেরোতে পারেনি।। যেমন ধরুন ১০ নম্বর বুথে ভোটার সংখ্যা ৪১৩ সেখানে বিজেপি পেয়েছে মাত্র ৫০ টি ভোট, ১১ নম্বর বুথে ভোটার সংখ্যা যেখানে ৪৫৮ বিজেপি পেয়েছে ১৩টা ভোট, ১২ নম্বর বুথে যেখানে ভোটার সংখ্যা ৫১১ সেখানে বিজেপি পেয়েছে ২০টা ভোট। আবার ৭৪টা বুথে বিজেপি ১০টি ভোটও পায়নি। যেমন কোন বুথে ভোটার সংখ্যা ৪৬৭ সেখানে বিজেপি পেয়েছে ১টি ভোট, কোনও বুথে ভোটার সংখ্যা ৪৬৮ বিজেপি পেয়েছে ৩টি, কোন বুথে ভোটার সংখ্যা ৬৮২ বিজেপি পেয়েছে ৮টি।। অন্যদিকে, ১০৯ টি হিন্দু অধ্যুষিত বুথের মধ্যে ১০৮টি তেই লিড পেয়েছে বিজেপি। তাহলে একটা বিষয় শাসকদলের মাথায় কিন্তু যথেষ্ট চিন্তার উদ্বেগ তৈরি করেছে। কারণ সম্প্রতি জগন্নাথ মন্দির তৈরি বা রেশন ডিলারের মাধ্যমে জগন্নাথের প্রসাদ বাড়িতে পৌঁছে দিয়েও হিন্দু ভোটারদের মন কিন্তু টলাতে পারেনি। হিন্দুরা যে ক্রমশ ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলাফল সেটাই প্রমাণ করেছে। আর বিজেপি বা শুভেন্দু অধিকারীরা বারবার যে কথা বলছেন যে হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হন। তাদের কথায় যুক্তি আছে তাও প্রমাণিত হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার হিন্দু ও মুসলমানের যদি পরিসংখ্যান দেখা যায় সেখানে লক্ষ্য করা যাবে মুর্শিদাবাদ যেখানে সংখ্যালঘু ৬৬.৮৮ শতাংশ, মালদায় ৫১.২৭শতাংশ, উত্তর দিনাজপুর ৪৯.৯২ শতাংশ। এই ৩ টি জেলা ছাড়া রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই সংখ্যাগুরু অর্থাৎ হিন্দুদের শতাংশই বেশি। এভাবে যদি হিন্দুরা ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে কিন্তু আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পরিবর্তন সম্ভব বলেই মনে করছে বিরোধী বিজেপি দল এবং অভিজ্ঞ মহল।

শব্দবার্তা ৩৪৯

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত ৪। দে ফুটবলার ৫। দীর্ঘ ও আয়ত্ ৬। পদবি বিশেষ ৭। বিষ্ণু, নারায়ণ ৯। ফাঁক না রেখে পরপর স্থাপন ১১। কাঁটা ১২ মজুর, মানুষ

উপর–নীচ

১। অত্যল্পকাল ২। পদ্ম ৩। ভারতের উত্তরাংশ ৪। খিচুড়ি ৬। ঘটনা যে ঘটায় ৭। মাধুর্য ও কোমলতা ৮। দৃশ্যকাব্য ১০। কাজের ফাঁকে চাই।

সমাধান : ৩৪৮

পাশাপাশি : অনুকার ৪। শব্দ ৫। বনমোরগ ৭। হরণ ৯। চুমরা ১০ মন্দভগিনী ১১। জর ১২। জয়পাল

উপর–নীচ : ১। অব্দ ২। কানুনগো ৩। উরগ ৪। শকরকন্দ ৬। রকমফের ৮। ভাগিনেয় ১০। মহল ১১। জল

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

২৮ জুন – ০৪ জুলাই, ২০২৫

মেষ রাশি : আপনি পেশাগত জীবনে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন, যা আপনাকে আর্থিকভাবেও শক্তিশালী করবে। বাড়িতে শান্তি বজায় রাখতে, পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসা এবং সমর্থন প্রদান করতে থাকুন। শিক্ষার্থীরা তাদের ক্যারিয়ারে বাধা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, তবে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকবে। বাড়ির পরিবেশ ভালোবাসা এবং সম্প্রীতিপূর্ণ থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আর্থিক পরিকল্পনা আপনাকে আর্থিকভাবে সুখী এবং শক্তিশালী করে তুলতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলুন এবং পরিস্থিতি অনুসারে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা এবং পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। আপনি নতুন সামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হতে পারেন।

মিথুন রাশি : আপনার দৈনন্দিন জীবনে নতুন ব্যায়াম যোগ করলে আপনার অনেক সুবিধা হবে। এটি প্রিয়জনের সাথে আপনার উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করবে। কিছু মিথুন রাশির জাতকদের তাদের আর্থিক বিষয়গুলির উপর নজর রাখা উচিত। প্রেম জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং আপস করতে হবে।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের সাথে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। আর্থিক লাভের জন্য আপনি বিখ্যাত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। দীর্ঘ ভ্রমণের সময় সাবধান থাকুন। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ হতে পারে। আপনি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবেন। আপনার কর্মজীবনে সাফল্য পাবেন। আপনি সামাজিক জীবন উপভোগ করবেন এবং নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ করবেন।

সিংহ রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার সন্তানরা পরীক্ষায় সাফল্য পাবে বলে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। আপনার দৈনন্দিন জীবনে কার্ডিও, ব্যায়াম বা যোগব্যায়ামের মতো শারীরিক অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যদি অবিবাহিত হন, তাহলে আপনার পছন্দের ব্যক্তির সাথে সময় কাটালে ভালো বোধ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী কোর্স বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকবে। আপনি আর্থিকভাবে সুখী এবং সমৃদ্ধ থাকবেন। রোমান্টিক জীবন সুখ এবং উৎসাহে পূর্ণ থাকবে। পারিবারিক বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিন, বাড়িতে কিছু কলহ হতে পারে। আপনার অগ্রগতির জন্য নতুন সুযোগগুলি ব্যবহার করুন। সম্পত্তিতে করা বিনিয়োগ লাভবান হবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পেতে পারে। আপনি সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনার চারপাশের মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক শক্তিশালী করুন।

তুলা রাশি : সম্পর্ক দৃঢ় করার ক্ষেত্রে আপনি সফল হতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতি হবে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা আসবে। আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি ক্যারিয়ারে সাফল্য পাবেন এবং অগ্রগতির নতুন সুযোগ পাবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের অবসান হবে এবং আয় বৃদ্ধির পথ খুলে যাবে। আপনি যদি পড়াশোনায় ক্রমাগত মনোযোগ দেন তবে আপনি সফল হবেন। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে আপনি আরও ভালো এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করলে ভালো লাভ হতে পারে। বয়স্কদের পরামর্শ আপনাকে পারিবারিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। নতুন দামে আপনার বাড়ি বিক্রি করার জন্য আপনাকে পরিকল্পনা এবং কৌশলগত প্রস্তুতি নিতে হবে।

ধনু রাশি : ভালোবাসা এবং স্নেহ আপনার প্রেমের জীবনকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। চিন্তাশীল বিনিয়োগ লাভবান হবে এবং আপনি আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হবেন। পারিবারিক উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি একটি ভালো সময়। ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সাথে কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করুন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করার সময় সতর্ক থাকুন। নিজের যত্ন নেওয়ার জন্য সময় নিন।

মকর রাশি : এই সপ্তাহে আর্থিক লাভের অনেক সুযোগ আসবে এবং আপনি আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার চমৎকার নেতৃত্বের দক্ষতা দেখা যাবে। সুস্বাস্থ্যের জন্য আপনি যোগব্যায়াম এবং সাঁতার কাটতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ আপনাকে ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। যারা নতুন বাড়ি কিনতে চান তারা শীঘ্রই নতুন সুযোগ পাবেন।

কুম্ভ রাশি : নতুন কিছু শেখার আগ্রহ ক্যারিয়ার বৃদ্ধির জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার পছন্দের মানুষদের কাছ থেকে আপনি ইতিবাচক সংকেত পাবেন। পরিবারের সদস্যদের প্রতি আরও মনোযোগ দিন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা এবং ঐক্য বৃদ্ধির জন্য আপনি পারিবারিক ছুটির পরিকল্পনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। আপনি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মীন রাশি : আপনি আপনার সঙ্গীর সান্নিধ্য উপভোগ করবেন। কিন্তু এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। তাই আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আরও যত্নবান হোন। যদি আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনে বিরক্ত হন তবে আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি কেনার সময় আরও সতর্ক থাকুন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগত সাফল্য পেতে পারে।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দু সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাস্তা সংস্কার নিয়ে চরম হুঁশিয়ারী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : একপক্ষ কালের মধ্যে বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে। তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সহ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার চরম হুঁশিয়ারী দিয়ে ২২ জুন

ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকায় আন্দোলনে করেন এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত জীবনতলা থানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঁটিয়ারী শরীফ ভ্যান স্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণ মাখালতলা হয়ে সাতবিবি অক্ষায় বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় ৫ কিমি রাস্তা বিগত ১৫ বছর ধরে খানাখন্দে ভরপুর। সাইকেল সমস্যায় পড়তে হয়।

আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের দাবি, 'যদি নারায়ণপুর পঞ্চায়েত প্রধান ও ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই এই রাস্তার সংস্কার করার উদ্যোগ যদি না নেয়, তাহলেই হাজার হাজার মানুষ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে।' পাশাপাশি রাজ্য এবং কেন্দ্রের সমস্ত দপ্তরে লিখিতভাবেই অভিযোগ করা হবে এবং হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হবেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন দেশবাঁচাও সামাজিক কমিটির রাজ্য সম্পাদক হোসেন গাজী, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি এস কে বাবুলাল, মানবাধিকার সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক সুভাষ জানা, দলিত সংগঠনের নেতা মিলন মিধা মীরজা সহ এলাকার হাজার হাজার বাসিন্দারা।

ক্ষতির মুখে শুটকি ব্যবসা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: এখনো পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক না হওয়ায় ক্ষতির মুখে সুন্দরবনের শুটকি ব্যবসায়ীরা। সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকা কাকদ্বীপ, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমার অধিকাংশ মৎস্যজীবিরা সারাবছর সংসার প্রতিপালনের জন্য কেউ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে, কেউ আবার ছোট নদীতে মাছ ধরে। এদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যবসায়ীকে দেখতে পাওয়া যায় ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা এলাকায়। যারা প্রতিনিয়ত ছোট ছোট নৌকার মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে সামুদ্রিক মাছ কিনে উপকূলীয় নদীর চরে শুকনো করে পাইকারি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিদেশে বিক্রি করে, সেই আয়ক দিয়েই তাদের সংসার চলে। কিন্তু এবারে কয়েক মাস আগে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় শুটকি মাছের ব্যবসা তলানিতে ঠেকেছে।

ইতিমধ্যে নেমেছে বর্ষা, তার মধ্যে ব্যবসা আর হবে না বলেই ধারণা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। এই শুটকি মাছ ব্যবসায়ীদের দাবি সরকার সবার জন্য সবই করছে তাদের জন্য কিছু করুক। না হলে তাদের সংসার প্রতিপালন করতে হিমশিম খেতে হবে, অনাহারে দিন কাটাতে হবে এই সমস্ত পরিবারকে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

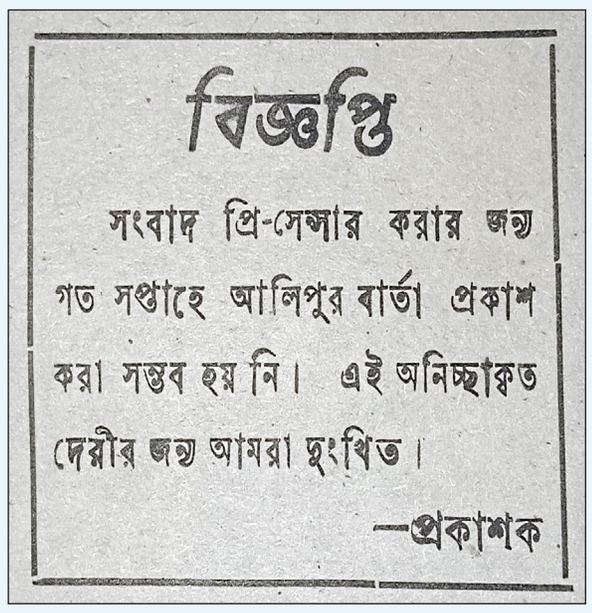

বিজ্ঞপ্তি

সংবাদ প্রি-সেন্সার করার জন্য গত সপ্তাহে আলিপুর বার্তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এই অনিচ্ছাকৃত দেরীর জন্য আমরা দুঃখিত।

—প্রকাশক

কঙ্কালসার রাস্তা, অবরোধ

অভীক মিত্র : ময়ূরেশ্বর ১ এবং ২ ব্লকের অধীন ময়ূরেশ্বর থেকে কামরাঘাট পর্যন্ত মল্লারপুর যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা। প্রতিবাদে এবং

রাস্তা সংস্কার করার দাবিতে ২২ জুন সকাল থেকে ২ ঘণ্টা ময়ূরেশ্বর ক্যানেল অফিস মোড় এলাকার বাসিন্দারা সিপিএমের উদ্যোগে বিক্ষোভ দেখায়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এটা রাস্তা না ড্রেন? পথচলতি মানুষের একটাই প্রশ্ন– অথচ বীরভূম জেলা প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই! ফলে বাধ্য হয়ে এই অবরোধ।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, 'ময়ূরেশ্বর ২ নং ব্লকের ময়ূরেশ্বর থেকে মল্লারপুর যাবার রাস্তাটি জেলাপরিষদের। বর্তমানে ময়ূরেশ্বর থেকে কামড়াঘাট পর্যন্ত ৭ কিমি রাস্তাটি ভারি ভারি ওভারলোড পাথর ও বালির গাড়ি চলাচলের ফলে খানা খন্দে ভরে গিয়েছে। এই বর্ষার সময় রাস্তার গর্তগুলি জলে ডুবে বিপদজনক হয়েছে।'

বাসের সংখ্যা ক্রমশ কমছে গ্রামাঞ্চলে

মলয় সুর : একটা সময় ছিল যখন বাস মালিকদের লোকে সমীহ করত। এখন বাস ব্যবসায় টাকাও নেই। চুঁচুড়া শ্রীরামপুর ২ নম্বর রুটের পুরনো বাস মালিক তরুণ বিশ্বাস বলেন, এটি পুরনো বাস রুট। পরবর্তীকালে সেটাকে বাড়িয়ে বাগ–খাল পর্যন্ত করা হয়। এই রুটে, তরুণ বিশ্বাসের একাধিক বাস চলত। সবমিলিয়ে এই রুটে বাসের সংখ্যা ৮০টির মতো বাস চলত। কিন্তু ২০২১ সাল থেকে বাস চলছে না। যদিও এখন এই রুটে কোন বাসই চলে না। হুগলি–হাওড়া এই দুটি জেলা ছুঁয়ে যেত। সেজন্য একসময় এটা খুব জনপ্রিয় রুট ছিল। ৯০ এর দশকের শেষ দিকে নানা কারণে এই রুটে বাসের সংখ্যা কমতে শুরু করে। প্যাসেঞ্জার না হওয়ার লোকসানের ঠেলায় মালিকরা এক এক করে সবাই বাস বেচে দিয়েছেন। ফলে এই রুটের আর কোন অস্তিত্বই নেই। মালিকরা বাস বেচে দিয়ে অন্য কোন ব্যবসা করছেন। জেলার একের পর এক রুটে বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল ছোট গাড়ি। রাস্তায় টোটো, অটো, ট্রেকার বেড়ে যাওয়ায় বাসে আগের মত যাত্রী হচ্ছে না। বাস চালিয়ে লাভ তো দূরের কথা খরচটুকুও উঠছে না। একটা বাস দিনে গড়ে ২০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার যাতায়াত করে। যেমন টিকিট বিক্রি হয় তার নিরিখে কমিশন পান বাস চালক ও কন্ডাক্টর। তার সঙ্গে রয়েছে জ্বালানি, বাসের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং ঋণের কিস্তি। সব মেটানোর পরে বাস মালিকদের হাতে আর কিছুই থাকছে না। এভাবে চললে আগামীদিনে বাস ব্যবসা লাটে উঠে যাবে। জেলা পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে চুঁচুড়া–শ্রীরামপুর সদর মহকুমা শহরে মোট ৯টি রুটে বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ। বাকি রুটগুলিতে বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে। বাস মালিকরা জানাচ্ছেন, প্যাসেঞ্জার না হওয়ার কারণেই বাস তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রীরামপুর–তারকেশ্বর ১২ নম্বর রুটের বাস। এই রুটে ৩০টি বাস চলত। শ্রীরামপুর ও বাগবাজারের মধ্যে ৩ নম্বর রুট হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিল। এই রুটে বাসের সংখ্যা ছিল ৬১টি। যদিও এখন এই রুটে কোন বাসই চলে না। চুঁচুড়া স্টেশন থেকে চুঁচুড়া আদালত পর্যন্ত ১ নম্বর রুটে ১৫ টির মতো বাস ছিল। ২ বছর আগেই এই বাস রুট উঠে গিয়েছে। সেখানে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বেআইনি টোটো। ২০১৫ সালে প্রশাসনিক বৈঠকে ঠিক হয়েছিল টোটো পাড়ার ভেতরের রাস্তায় চলবে। মেইন রাস্তায় শুধুই বাস চলাচল করবে। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। ফলে আগামীদিনে প্রাইভেট বাসও আর থাকবে না।

ছাত্রীকে বরখাস্তর দাবিতে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া: বেআইনি ভাবে ভুয়ো 'এসটি' সার্টিফিকেট বের করাই নয়, সেই সার্টিফিকেট কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালে নিট কোয়ালিফাই করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এক পড়ুয়া। সম্প্রতি তার সার্টিফিকেট জাল প্রমাণিত হওয়ার পরেও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই পড়ুয়াকে বহিস্কার না করায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ও সামনের রাস্তায় আছড়ে পড়ল আদিবাসীদের বিক্ষোভ। বাঁকুড়া শহরে ধামসা মাদল ও প্রথাগত অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার পাশাপাশি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের লোকপুর ক্যাম্পাসের পাশের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে শহরের মূল প্রবেশ পথে আটকে পড়ে যানবাহন। আদিবাসী সমাজের দাবি জুহি কোলের এসটি শংসাপত্র বাতিলের পর তাকে বহিস্কারের আবেদন জানানো হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরেও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। আদিবাসী সমাজের অভিযোগ অ আদিবাসীদের ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া থেকে শুরু করে ভুয়ো সার্টিফিকেট প্রমাণিত হওয়ার পরেও অভিযুক্তদের ব্যবস্থা না নেওয়া সবকিছুতেই কাজ করছে একটি চক্র। জুহি কোলে সম্পর্কে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ মেনে নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ওই পড়ুয়ার শংসাপত্র যাচাই করে তারপরেই তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। এখন তার এসটি সার্টিফিকেট ভুয়ো প্রমাণিত হওয়ায় বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ এলে সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে।

সিঙিতে রাস্তা বেহাল ফুঁসছে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। টানা বর্ষার কারণে যাতায়াতে আরও সমস্যা বাড়তেই সেই ক্ষোভের পারদ স্বভাবতই চড়ছে। রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই সিপিএমের পক্ষ থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত দপ্তরে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নং ব্লকের সিঙিগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত গৌড়ডাঙা থেকে ঘুমুরিয়া পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। এই রাস্তার উপর দিয়ে গৌড়ডাঙা, ছোট মেইগাছি, বড় মেইগাছি, পাঁচপাড়া, লোহাপোতা, আমুল, ঘুমুরিয়া প্রভৃতি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দাকে যাতায়াত করতে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গৌড়ডাঙা–ঘুমুরিয়া রাস্তাটি ২০২২ সাল থেকেই বেহাল। পিচপাথর উঠে গিয়ে রাস্তার অনেকাংশই খানাখন্দে পরিণত। সেই খানাখন্দগুলি বর্ষার জল জমে একপ্রকার ছোটোখাটো জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ফলত নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীদের। এমন রাস্তায় কার্যত প্রাণ হাতে নিয়েই

যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। স্থানীয় ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাস্তাটির বেশিরভাগ জায়গায় এমন অবস্থা যে সেখানে জাল দিয়ে মাছ ধরার মতো পরিস্থিতি, এমনকী ধান চাষ করা যাবে। এমন পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও রাস্তা সংস্কারে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, জেলা পরিষদ সহ ব্লক প্রশাসনের কোনও তৎপরতা চোখে পড়ছে না। সিপিএমের কাটোয়া ২ নং কমিটির সদস্য কিংশুক মণ্ডল বলেন, গৌড়ডাঙা থেকে ঘুমুরিয়া বেহাল রাস্তাটি ২০২২ সাল থেকে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে দলের তরফে একাধিকবার আন্দোলন হয়েছে। গত ১৩ জুন একই দাবিতে সিঙি পঞ্চায়েত ঘেরাও করে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, রাস্তাটি সংস্কারের কোনও পদক্ষেপই তো চোখে পড়ছে না। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সিঙি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেখা হাজরা গৌড়ডাঙা–ঘুমুরিয়া রাস্তাটির বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি খারাপ হয়ে আছে। ওই রাস্তায় মানুষ ও যানবাহনের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে এবং রাস্তার কারণে অনেকেই আমাদের গালমন্দও করছে। রাস্তাটি তাড়াতাড়ি সারাইয়ের প্রয়োজন। তবে, আমাদের পঞ্চায়েতের এত ফান্ড নেই। আমরা এজন্য অনেকবার বিডিও অফিস, জেলা পরিষদকে জানিয়েছি। কিন্তু, এখনও কেন যে রাস্তাটি সারাই হচ্ছে না সেটা বলতে পারব না।

বন্ধ পার্কে ইকো ট্যুরিজম সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে পূর্ব বর্ধমান জেলায় খুব শীঘ্রই আরও একটি পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে উঠতে চলেছে। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত এই পর্যটন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে একাধিক কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্পেরও পরিকল্পনা রয়েছে। সবমিলিয়ে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ। রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে অসংখ্য পর্যটন ক্ষেত্রও ছড়িয়ে রয়েছে। বর্ধমান অভয়ারণ্য, কালনার ১০৮ শিবমন্দির, পূর্বস্থলীর পাখিরালয়, কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ি, দাঁইহাট এবং শ্রীবাটীর টেরাকোটার মন্দির, আউসগ্রাম জঙ্গলমহলের ভালকিমাচান, আলপনা গ্রাম লবনধার সহ অসংখ্য পর্যটন ক্ষেত্র। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন হতে চলেছে কালনা ১ নং ব্লকের আটঘরিয়া সিমলন অঞ্চলের চাঁদবিল এলাকাটি। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্ত এই এলাকার বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মূলত তাঁরই পরিকল্পনায় এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় এখানে গড়ে উঠবে একটি ইকো ট্যুরিজম সেন্টার। যেখানে প্রায় ৪০ বিঘা চত্বরজুড়ে বনভূমির পাশাপাশি থাকবে আকর্ষণীয় ডিয়ার পার্ক, পুকুরে মাছ চাষ সহ মৎস্য শিকারীদের জন্য মাছ ধরার সুবিধা, বোটিং, রেস্তোরাঁ সহ বিনোদনের হরেক আয়োজন। এক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত রাজ্য বন দপ্তর সহ মৎস্য দপ্তরও। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্প্রতি প্রস্তাবিত এলাকাটি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা বনাধিকারিক (ডিএফও) সঞ্চিতা শর্মা, কালনা মহকুমাশাসক শুভম আগরওয়াল, স্থানীয় বিডিও সুপ্রতীক সাহা প্রমুখ। এদিন তারা এলাকা পরিদর্শনের পর প্রকল্পগুলি নিয়ে একটি আলোচনাও করেন। জানা গিয়েছে, বামফ্রন্টের রাজত্বে এই এলাকাটিকে কেন্দ্র করে একটি পার্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই পার্কটি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর নিরাপত্তার অভাবে অচিরেই পার্কটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন এভাবেই রয়েছে। এবার সেখানেই আকর্ষণীয় ইকো ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তোলার নয়া উদ্যোগ। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, 'এই চাঁদের বিল এলাকায় ৪০ বিঘা জমি রয়েছে। প্রচুর গাছপালা এবং তিনটি জলাশয় আছে। গোটা এলাকাজুড়ে মুক্ত বাতাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই এলাকাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তোলার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিনোদনের পাশাপাশি একাধিক ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে বলে মন্ত্রী অত্যন্ত আশাবাদী।

জল ছাড়া হল মুকুটমণিপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ জুন রাত ১২টা নাগাদ কংসাবতী নদীবক্ষে চারটি গেট থেকে ছয় হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া হয়। মুকুটমণিপুর সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, কদিনের টানা বৃষ্টির জেরে মুকুটমণিপুর ড্যামে জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে এই জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গে ঢুকছে বর্ষা। এরপরও যে বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে না জলস্তর বেড়ে যায় সেই কারণে এই জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি জল ছাড়ার খবর পেয়ে দূর– দুরান্ত থেকে পর্যটকেরা এসেছেন মুকুটমণিপুরে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৩

অরিজিৎ মণ্ডল, মগরাহাট : দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল ৫টি ওয়ান শটার বন্দুক ও ৫টি কার্তুজ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মগরাহাট থানার মাহি তালাব এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ মূল অভিযুক্ত আজগর ফকির সহ আরো ২ জনকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ৪২টি মামলা রয়েছে। ২৪ জুন ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানান, 'ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আর কেউ এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফলতার বসবাদী এলাকায় এক পরিবার ঘুরতে গেলে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে চুরি হয় নগদ টাকা ও সোনার গহনা মিলিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দ্রুত ২ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল আলি হোসেন ও মীর মিরাজ মীর। পুলিশ চুরি যাওয়া ১০০ শতাংশ জিনিস উদ্ধার করেছে। এমনকী চুরি যাওয়া টাকাযা অংশ দিয়ে অভিযুক্তরা যে বাইক কিনেছিল, সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'পুলিশের এই দ্রুত পদক্ষেপে চুরির রহস্য উদঘাটন সম্ভব হয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, বাড়ি ছেড়ে কোথাও গেলে তা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ না করাই ভালো।'

সৌরশক্তির মাধ্যমে চলছে নৌকা, কমেছে দূষণ

রবীন দাস, পাথরপ্রতিমা : সোলারের মাধ্যমে ব্যাটারি চার্জ করে এবার ফেরিঘাট গুলিতে নৌকা চালানোর পরিকল্পনা নিল পাথরপ্রতিমা ব্লক প্রশাসন। ইতিমধ্যেই এই ব্লকের দুটি ফেরিঘাটে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যাটারি চালিত নৌকা চালানো হচ্ছে। সাফল্য মিললে এই ব্লকের বাকি সব ফেরিঘাটগুলিতেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। জানা গিয়েছে, যুধিষ্ঠির জানার খেয়াঘাট ও বনশ্যামনগরের খেয়াঘাটে এই ব্যাটারি চালিত নৌকার মাধ্যমে যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে। ব্যাটারিগুলিকে চার্জ করার জন্য ঘাটের পাশে সোলারের একটি প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিদিন রাতে নৌকা থেকে দুটি ব্যাটারি খুলে নিয়ে গিয়ে সোলারের ওই প্রোজেক্টে চার্জ দেওয়া হয়। সকালে চার্জ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবারও ওই ব্যাটারি খুলে নিয়ে এসে নৌকাতে লাগিয়ে যাত্রীদের নদী পারাপার করা হয়। দুটি ব্যাটারিতে সেন্সর বসানো রয়েছে। ওই দুটি ব্যাটারিতে কত শতাংশ চার্জ রয়েছে নৌকার মাঝি নিজের মোবাইলেই তা দেখে নিতে পারেন।

এ বিষয়ে মাঝি আর্য্য কুমার মাইতি বলেন, অতীতে এই খেয়াঘাটের নৌকায় ইঞ্জিন চালিত পাখা বসানো ছিল। সেই সময় যাত্রী বোঝাই নৌকা নিয়ে প্রায় ৬০০ মিটার কার্জনক্রিক নদী পারাপার করতে সময় লাগতো ২০ মিনিট। বর্তমান ব্যাটারি চালিত মেশিনের মাধ্যমে ১৫ মিনিটে নদী পারাপার করা যায়। এক্ষেত্রে যাত্রী ভাড়াও একই রাখা হয়েছে। নৌকা চালানোর খরচও অনেক কমে গিয়েছে। এমনকি ব্যাটারি চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে নৌকা চালাতেও খুব সুবিধা হচ্ছে। কারণ এই মেশিনের মাধ্যমে নৌকা সামনে ও পিছনে করা যায়। নৌকার এক যাত্রী তপন জানা বলেন, এখন নৌকায় ইঞ্জিনের কোনও শব্দ শোনা যায় না। ধোঁয়াও বের হয় না। সময়ও অনেক কম লাগে। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা বলেন, 'অতীতে নৌকা চালানোর ক্ষেত্রে তেল ও মোবিল নিয়ে অনেক টাকা খরচ পড়ে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, খুব কম খরচে ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশও দূষণ হচ্ছে না। বর্তমান পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে। সফলতা মিললে ব্লকের বাকি সব খেয়াঘাটগুলিতেও এই ব্যাটারি চালিত নৌকা চালানো হবে।'

সুন্দরবনে শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির। পেটের দায়ে এই দুয়ের সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও মোকাবিলা করতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। আর তাতেই ভাটা পড়ে শিক্ষার। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত সেই সমস্ত আঁধারে থাকা গ্রামগুলোতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিল 'নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি' ও মহিলা পরিচালিত সুন্দরবনের 'ঝড়খালি সবুজ বাহিনী'। ঝড়খালির হেড়োভাঙা নদীর তীরে অবস্থিত বিদ্যাসাগর পল্লীতে গড়ে তোলা হল 'বিবেক জ্যোতি' শিক্ষাকেন্দ্র। যেখানে একেবারে শিশু থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের পড়ানো হবে। পাশাপাশি তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা সরঞ্জাম ও প্রদান করা হবে। ২২ জুন শিক্ষাকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির

প্রাণপুরুষ প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহ'র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সবুজ বাহিনীর মহিলারা। প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্রের সূচনা হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টসের কিউরেটর ড. দীপক কুমার বড়পণ্ডা, নেতাজী গবেষক তথা আলিপুর বার্তার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক

প্রণব গুহ, প্রকাশক সুধীর নন্দী, সাংবাদিক কুনাল মালিক, সমাজকর্মী প্রশান্ত সরকার, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সদস্য ও সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ, সুন্দরবনের কোকোনাট ম্যান সুকুমার সানা। এছাড়াও উপস্থিত ছিল প্রীতম দাস, কমল দাস, লোচন মহান্তী, মহাশীষ মণ্ডল ও মৃণ্ময় নস্কর। এদিন প্রণববাবু জানান, 'অর্থনৈতিক কারণেই অনেকেই স্কুল ছুট হয়। আবার স্কুল শিক্ষার প্যাশাপাশি টিউশন প্রয়োজন। সেই সমস্ত শিক্ষার ঘাটতি পূরণের জন্য আমাদের এমন প্রয়াস। আগামীদিনে সুন্দরবন এলাকায় প্রয়োজনের নিরিখে আরো 'বিবেক জ্যোতি' শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।' বিদ্যাসাগর পল্লী সহ অন্যান্য গ্রামের অভিভাবক ও পড়ুয়ারাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৮ জুন – ০৪ জুলাই, ২০২৫

মহাকাশে জয় হিন্দ

মহাবিশ্বে মহাকাশে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা চলেছে তার সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রথম দিন থেকেই যুক্ত। তখন তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পথে এগোচ্ছে। ১৯৭৫ সালে প্রথম ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়েছিল বিশ্বের কাছে। গঙ্গা–ভলগা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। আজ থেকে ৪১ বছর আগে, সেদিন সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, মহাকাশ থেকে ভারতকে দেখতে লাগছে –সারে জাহা সে আচ্ছা। ড্রাগন মহাকাশ যানে চেপে তিন দেশের মহাকাশচারীর সঙ্গে ভারতের বায়ু সেনার পাইলট শুভাংশু শুক্লা যখন মহাকাশ থেকে উচ্চারণ করেন জয় হিন্দ– জয় ভারত তখন সত্যিই ভারতীয় হিসেবে গর্ব অনুভব করার সময়।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও বিজ্ঞান উন্নত দেশগুলির সমপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে চন্দ্রায়ন অভিযান, মঙ্গলায়ন অভিযান এমনকী সূর্য নিয়ে গবেষণার জন্য যে পদক্ষেপ ভারতবর্ষ নিয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী ২০২৭ সালে ভারতের নিজস্ব গগনায়ন পরিকল্পনার প্রাক্ প্রস্তুতি হিসেবেই শুভাংশু শুক্লা ১৪ দিন ধরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে বাকি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে অনেকগুলি গবেষণা করবেন। বিশেষ করে জৈব গবেষণাগুলি ভবিষ্যতে বিশ্ববাসীকে নতুন পথ দেখাতে পারে।

মহাকাশ অভিযান ও গবেষণায় নানা বিপদ সংকট ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বিশ্ববাসী দেখেছে। একসময় সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে চন্দ্র অভিযান নিয়ে যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা হত তা আজ ইতিহাস। মহাকাশে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার লাইকা নামের সারমেয়টি। সেই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম প্রাণী যে বিজ্ঞান গবেষণায় ও মহাকাশ অনুসন্ধানে প্রথম আত্মোৎসর্গ করেছিল মানবজাতির জন্য। কল্পনা চাওলাদের দুঃসহ ইতিহাস বিশ্ব ভোলেনি। সুনিতা উইলিয়ামসদের মহাকাশের দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তদ সাম্প্রতিক কালের স্মৃতি।

নিরাপদে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে শুভাংশু শুক্লারা সফল গবেষণা শেষে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করুক, এটাই বিশ্ববাসীর প্রার্থনা। সামগ্রিকভাবে মহাকাশ গবেষণা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো আজ বহু দেশের কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশযানে বহন করে মহাকাশের বিভিন্ন কক্ষপথে ছেড়ে দিয়ে আসে, এটাও একটা গর্বের দিক। ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা নিয়ে মহাকাশ থেকে ভারতীয় মহাকাশচারী ভারতের জয়ধ্বনি করেছেন, সামরিক বাহিনীর সম্বোধন জয় হিন্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গর্বের। ভারতবাসী হিসেবে আমরা প্রত্যাভিনন্দন জানাই –জয় হিন্দ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

অবিদ্যা বিবেকজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নেহাতই নগণ্য হলেও অবিবেকীর কাছে তা অতি বাস্তবসত্য রূপে উপস্থিত হয়। রাজা লবণ ভ্রান্তি দর্শন করে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি ঘটনাবলীকে স্বপ্নবৎ অসত্য মেনে নিতে পারছিলেন না। রাম বললেন, আংটি যদি সোনা হয়, তবে আঙ্গুল পরিধি জুড়ে যে বলয়, সোনা ছাড়া তার আকার কি রকম? সেই আকার যদি সত্য না হয় তবে আমরা তাকে আংটি বলি কেন? এই প্রশ্ন এই জন্য করা হল, যাতে প্রশ্নোত্তর ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে সহায়ক হয়। বশিষ্ঠ বললেন, অসৎ পদার্থের কোন আকার হয় না। বল তো বন্ধ্যাপুত্রের আকার কেমন? মরিচীকাজল, দ্বিতীয় চন্দ্র, আমি, এই অসৎ পদার্থগুলির যখন কোন অস্তিত্ব হয় না, তবে তার আকারই বা হবে কি করে? তবে তাদৃশ পদার্থ যে দৃশ্যগোচর হয়, তা অবিদ্যা প্রভাবে ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বিচারবলে সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হলে সেগুলির অবিদ্যমানতা প্রমাণিত হয়ে যায়। ভ্রান্তি বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত আকাশকুসুমের মত অলীক পদার্থগুলি সত্য রূপে বিদ্যমান থাকে। শুক্তির অন্তরে যে রজতসদৃশ মুক্তা থাকে, তা থেকে কত রজত আহরণ করা যায়? সুতরাং আমি''ভাবের থেকে কোন সত্যই গ্রহণ করা যায় না। পরমাত্মা সত্য, তাতে আমি''ভাবের অসত্যতার লেশমাত্র নেই। অথচ পরমাত্মাতে আমি প্রতীত হয় যদি, তবে তা অবিদ্যা বা মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, প্রজাপতি, আমি এই সমস্তই অবিদ্যাপ্রসূত। শুদ্ধ ব্রহ্মে এই প্রতীয়মানতা নেই বলেই তা শুদ্ধ ও সত্য। ব্রহ্মভিন্ন কোন সত্তা থাকতে পারে না। সুতরাং শান্ত, নিরালম্ব, শাশ্বত, নিজবোধস্বরূপ ব্রহ্মই হলেন জীব ও জগতের একমাত্র পারমার্থিক স্বরূপ। রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! আমি এখন হৃদয়ঙ্গম করলাম, ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, তিনিই সব। তবে এই বিশাল সৃষ্টি দেখা যায় কেন, এ বিষয়ে আমায় পুনরায় বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্ম হলেন পূর্ণস্বরূপ। এই সৃষ্টি ব্রহ্মে পৃথকভাবে থাকে না। সাগরে যেমন জল থাকে তেমনই ব্রহ্মে সৃষ্টি দেখা যায়। জলে দ্রবভাব থাকায় চপলতা লক্ষিত হয়, কিন্তু পরমাত্মায় চঞ্চলতা নেই। সেই স্থির চৈতন্যস্বরূপ পরমপদে যে অস্থির সৃষ্টি দেখা যায়, সেই জগৎও চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপক্কতায় সৃষ্টিকে চৈতন্যময়ই উপলব্ধ হয়। রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! আমি এখন হৃদয়ঙ্গম করলাম, ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, তিনিই সব। তবে এই বিশাল সৃষ্টি দেখা যায় কেন, এ বিষয়ে আমায় পুনরায় বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্ম হলেন পূর্ণস্বরূপ। এই সৃষ্টি ব্রহ্মে পৃথকভাবে থাকে না। সাগরে যেমন জল থাকে তেমনই ব্রহ্মে সৃষ্টি দেখা যায়। জলে দ্রবভাব থাকায় চপলতা লক্ষিত হয়, কিন্তু পরমাত্মায় চঞ্চলতা নেই। সেই স্থির চৈতন্যস্বরূপ পরমপদে যে অস্থির সৃষ্টি দেখা যায়, সেই জগৎও চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপক্কতায় সৃষ্টিকে চৈতন্যময়ই উপলব্ধ হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

এটি বাণ স্তম্ভ, যা সোমনাথ মন্দিরের প্রাচীরে অবস্থিত। এই স্তম্ভের তীর যেদিকে নির্দেশ করে, সেই পথ মন্দির থেকে শুরু করে দক্ষিণ মেরুর আন্টার্টিকা পর্যন্ত একটাও স্থলভাগ নেই — শুধুই জলরাশি।

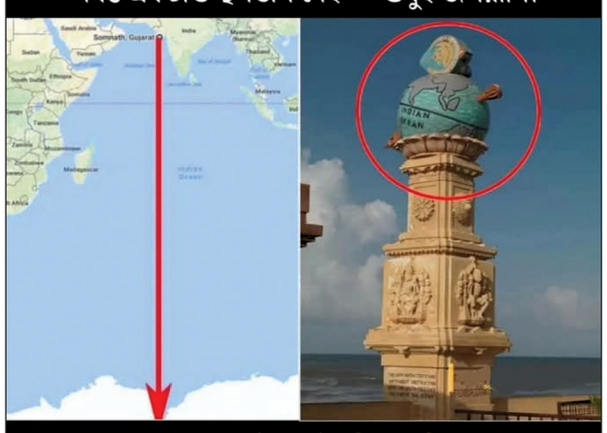

ভাবুন একবার, এই স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতেই, যখন না ছিল স্যাটেলাইট, না ছিল নেভিগেশন, না ছিল GPS। তবুও প্রাচীন ভারতীয়রা এত নিখুঁতভাবে এই স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন।

যুদ্ধ জিগিরে পরিবেশ তিমিরে!

সুবীর পাল

ইথিওপিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। ঘানায় আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলমান। বুরকিনা ফাসো, লিবিয়া, সিরিয়া, নাইজেরিয়ায় সরকার পক্ষ ও জঙ্গিগোষ্ঠীর খণ্ডযুদ্ধ তো বারোমাসের চেনা ছবি। এসব তো ট্রেলার। আসল ছবির স্ক্রিপ্ট তো বিশ্ব নাটের গুরুদের জন্য সবসময়ই নিপাতনে সিদ্ধ। রাশিয়া দাদার ইউক্রেন হামলা, আমেরিকা বসের ইরাক আক্রমণ তো ক্রেজি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সুপার ডুপার সিলেক্সন। তার উপর দ্বিতীয় শ্রেণির দোস্ত ইজরায়েলের আবার 'গাজা নিপাত যাক' তো আছেই। ওদিকে আবার হামেশাই ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে লোকাল লিডার উত্তর কোরিয়া চমকিয়েই চলেছে দক্ষিণ কোরিয়াকে। অন্যদিকে, হাম কিসিসে কম নেহি অ্যাটিচ্যুডে ব্লক সভাপতির মতো আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান, দুই পক্ষই সীমান্তে লড়ছে জান কবুল করে।

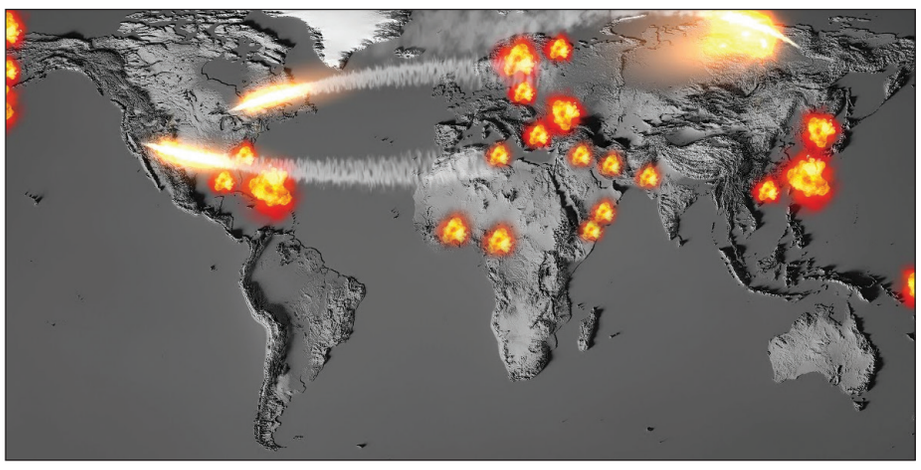

তবু শান্তিকামী আপামর আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্বরে পৃথিবীর দিকে দিকে স্লোগানে স্লোগানে বলে ওঠে, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। তাই হয়তো প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাস সেই কবে লিখে গেছেন, যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে। ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে, জ্যোৎস্নায়। কবির এই আক্ষেপ ছত্র আজ সত্যতায় পরিপূর্ণ। সবুজ বনাঞ্চল বোমার আস্ফালনে ঝলসে গেছে। জ্যোৎস্নার আকাশে মরশুমী মেঘ নয় হানা দিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের গর্ভজাত কার্বণ চাদর।

আসলে এই যুদ্ধ উন্মাদ রাষ্ট্রনায়কেরা বা যুদ্ধবাজ জঙ্গি সন্ত্রাসকারীরা সবুজ হরিতকী বনের পাতার মর্মরে পাখির শিসের মাধুর্য বোঝে না। এরা বঝাতেও চায় না নীলাভ আকাশে বেলোয়ারি রৌদ্দুরের চিকচিক আলোর ঐশ্বর্য রোশনাই। এদের একটাই ঈপ্সা, নিজস্ব কুক্ষিগত ক্ষমতায়ণ আর একক আধিপত্যের একছত্র সাম্রাজ্যবাদ।

তাই তো মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধত্রাস ৭৬ বছরের ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আতঙ্কে শিউরে ওঠেন মাত্র ২৩ বছরের যুবতী বর্তমান জলবায়ু বিশ্বের আন্তর্জাতিক আন্দোলনের যুবমুখ গ্রেটা থুনবার্গের আগমন বার্তায়। চলতি বছরের ৪ জুন। ম্যাডলিন নামাঙ্কিত একটি বজরায় চেপে প্রতীকী ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে তিনি গাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন ইতালি থেকে। যে গাজা বর্তমানে শ্মশানসম ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে ইজরায়েলের মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণের কারণে। ব্যাস সুইডিশ নাগরিক গ্রেটা থুনবার্গের এহেন অভিযাত্রার খবর পেয়েই কপালে ভাঁজ পরা ইজরায়েল বাহিনী ঘোষণা করে বসলো, প্রয়োজনে ওই নৌকা আটকানো হবে। আমরা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে ব্যবস্থা নেব। পাল্টা যুবতী পরিবেশ আন্দোলনকারীর মন্তব্য, যুদ্ধের মুখ থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে সবাইকে একযোগে অনেক পথ হাঁটতে হবে। বাধা তো আসবেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। তবু পৃথিবীর জলবায়ু রক্ষা করাই হল আমাদের একমাত্র শপথ।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ৬ ও ৯ আগস্টে যথাক্রমে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে মিত্রশক্তির শরিক আমেরিকা। তারপরেই জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। প্রথম দিনের বোমাটির নাম 'লিটিল বয়'। অপরদিনে ফেলা বোমার কেতাবী নাম ছিল 'ফ্যাট ম্যান'। লিটিল বয়ের চাপের মাত্রা ছিল ২৫ কিলোটন টিএনটি। ১.৩ কিলোমিটার ছিল বিস্ফোরণের ব্যাসার্ধ। তাৎক্ষণিকভাবে ৪০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। নাগাসাকিতে মুহূর্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৭৫ হাজার। যার চাপ ছিল ৪.৬৩৩৩ কিলোগ্রাম। এক মাইল ছিল বিস্ফোরণের সীমানা। দুটি বোমা ফাটার সময়ে বাতাসে মাশরুম আকারের কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। দুই স্থানে পৃথক ভাবে ৪০০০ সেলসিয়াস বিকিরণ সৃষ্টি হয়েছিল। দুই শহরের গাছপালা পুড়ে খাক হয়ে যায়। ঘরবাড়ি চুরমার হয়ে বাতাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূলিকনা ভেসে বেড়াতে থাকে। নদী পুকুরের জলের উৎসে ফাটল সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে দেখা মেলে তেজস্ক্রিয় কনা। ভূমিও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টন অতিরিক্ত কার্বন ডাই–অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড স্থানীয় আকাশে জাঁকিয়ে বসে তড়িৎ গতিতে। যুদ্ধের এই অভিঘাতের ৮০ বছর পরেও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মায়। রোগাক্রান্ত নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয় জাপানের ঘরে ঘরে।

২০২২ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করে বসে রাশিয়া। ৩ বছর ধরে চলে আসা এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেনের জলবায়ু। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তথ্য অনুসারে এখনও পর্যন্ত ৩০% বনভূমি তছনছ হয়ে গিয়েছে ওই দেশের। ২ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর উর্বর জমি আজ কৃষিকার্যের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ৫ কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশেছে ইউক্রেনের আকাশে। বিভিন্ন তেলের ভান্ডারে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে রকমারি টক্সিক বিষাক্ত রাসায়নিক কনা।

যুদ্ধ যে আমাদের বাসস্থান পথিবীর জন্য এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ তা মনে করিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরস। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছেন সামগ্রিক পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষার আর্জি জানিয়ে। তিনি বলেছেন, যুদ্ধের অতীতকে অস্বীকার করা মারাত্মক ভুল হবে। এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সমাজ ও মানুষ শুধুমাত্র যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ক্ষতির বহর টানতে হয় প্রকৃতি ও পরিবেশকেও। জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হয় এর কারণে। মাটি, জল, বনাঞ্চল, পশুপাখি, বায়ু বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আমরা যদি এই পৃথিবীকে আগামী প্রজন্মের জন্য এক সুন্দর বাসস্থানে রূপান্তরিত করতে চাই, তবে এখনই যুদ্ধ থামাতে হবে সব পক্ষকে। প্রকৃতি ও মানবতার স্বার্থে সকলকে এক ও অকৃত্রিম চিরকালীন শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হতেই হবে।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কথা। এই তো গত ২২ জুন অনেকটাই অযাচিত ভাবেই, আমার থাকতেই পারে কিন্তু তোমার থাকবে কেন? নীতিতে বিশ্বাসী এক চোখ কানা আমেরিকা আচমকা ইরানের ৩ টি পরমাণু কেন্দ্রের উপর বিমান হামলা চালালো বাঙ্কার বাস্টার ও বি২ বোম্বার নিক্ষেপ করে। এর বিকিরণে পৃথিবীর পরিমন্ডলে কি প্রভাব পড়তে পারে, কই সে নিয়ে তো অ্যান্টোনিও গুতেরসকে এযাবৎ একটি শব্দও ব্যয় করতে শোনা গেল না? ইউক্রেনের বুকে মস্কোর ধ্বংসাত্মক লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে হামলার প্রতিবাদে জার্মানির দুনিয়া কাঁপানো পরিবেশ প্রেমিকা গ্রেটা থুনবার্গের মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত হতে কই এখনও তো দেখা মিললো না?

আসলে পৃথিবীটা হল শক্তের ভক্ত। যা বিশ্ববাসীকে সহজে বার্তা দেওয়া যায় রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে, তার সিকিভাগ চাপ দেওয়া সম্ভব নয় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। যার সাগরপাড়ে বজরা ভাসানো যায় প্রচার ঝলকানির টিআরপির তুরুপের তাসে, সেখানে ভল্লার উপত্যকায় ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়াটাই অদৃশ্য কারণে কর্পূরে পরিণত হয়। এটাই আমাদের চেনা পৃথিবী। সুবিধাবাদের পৃথিবী। প্রচার সর্বস্ব অকৃতজ্ঞের পৃথিবী। যুদ্ধের শক্ত জিগিরে। জলবায়ুর ভক্ত তিমিরে। কে বলবে ওই ট্রাম্প–পুতিনদের, আর যুদ্ধ নয় পরিবেশ চাই? কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে!

প্রকাশ্যে আসছে ক্ষমতা দখলের চাঞ্চল্যকর নীলনকশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের ইতিহাসে জুলাই মাস এক বিভীষিকাময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আন্দোলনের নামে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা—সবকিছু মিলিয়ে এটি ছিল এক ভয়ংকর রাজনৈতিক ও বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। একাধিক সূত্রে উঠে এসেছে, এই নৃশংসতার নেপথ্যে ছিল একটি সুপরিকল্পিত এবং বহুমাত্রিক গোষ্ঠীচক্র।

ইউরোপে পালিয়ে যাওয়া এনসিপি নেতার বিস্ফোরক গোপন স্বীকারোক্তিকে ঘিরেই নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। একজন উচ্চ পর্যায়ের এনসিপি নেতা, যিনি বর্তমানে ইউরোপে অবস্থান করছেন, নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইউরোপভিত্তিক একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে মাত্র ৭ জন। কিন্তু আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে এবং আন্তর্জাতিক সহানুভূতি অর্জনের জন্য বাকি ২১৩ জনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে শেখ হাসিনার সরকারকে পতন ঘটানো।

এই ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞে জড়িতদের মধ্যে রয়েছেন শিবিরের ৮০ জন ক্যাডার, হিজবুত তাহরীরের ৬০ জন সদস্য, হেফাজতের ২২ জন 'আন্দোলন সমন্বয়কারী', এনসিপির ৪০ জন সদস্য এবং সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ১১ জন কর্মকর্তা। তাঁরা সকলেই হত্যা, সহিংসতা ও রাষ্ট্রবিরোধী নিখুঁত পরিকল্পনায় ভূমিকা রাখে।

দেশজুড়ে পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও থানালুট উত্তরা, যাত্রাবাড়ীসহ রাজধানীর বেশকিছু থানা ও চট্টগ্রামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ থানা চিহ্নিত বৈষম্যবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেদিন সারাদেশের শতাধিক থানায় হামলা হয়। থানালুট, অস্ত্র ছিনতাই, ফাইলপত্র ধ্বংস এবং পুলিশের উপর বর্বর হামলার নেতৃত্ব দেয় বিএনপি, জামাত, শিবির, এবং তাদের অঙ্গ সংগঠনের প্রশিক্ষিত স্কোয়াড। একাধিক সূত্রে প্রকাশ, ১২০০ এর বেশি পুলিশ সদস্য হত্যার পরিকল্পনা ছিল, যার একটি বড় অংশ আংশিকভাবে বাস্তবায়িতও হয়।

বিদেশি দূতাবাসের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ এনসিপি নেতার ভাষ্যমতে, জুলাই হত্যাকাণ্ড এবং সরকার পতনের ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পাকিস্তানি, তুরস্ক, চীন ও আমেরিকান দূতাবাস। এই দূতাবাসগুলোর কিছু কর্মকর্তা এনসিপি, ইউনুস সেন্টার এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অ্যাকাডেমিকের মাধ্যমে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ রাখতেন। তাদের মধ্যে মুসফিক ফজল আনসারী এবং ইউনুস সেন্টারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন অন্যতম 'কো–অর্ডিনেটর'।

কোনভাবেই এটা আন্দোলন নয় গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক সরকার কায়েমের জন্য এই হত্যাকাণ্ডকে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকী গুজব, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনমনে ভয়, উসকানি এবং সরকারবিরোধী আবেগ জাগ্রত করার মাধ্যমে জনগণকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ড এখন আর রহস্য নয়, বরং ধীরে ধীরে সত্য উন্মোচিত হচ্ছে। এই ঘটনায় জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি ও সংস্থাকে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে অতীব জরুরি বলেই মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এটি কেবল রাজনৈতিক সহিংসতা নয়, একটি রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ। সর্বোপরি স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি আঘাত।

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

টাল মাটাল ঘাটাল

ভাই দেবের বায়না, আমার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান চাই। না হলে আমি আর সংসদে যাবো না। দিদির স্বান্তনা, চিন্তা করো না ভাই, কেন্দ্র টাকা না দিলেও দু বছরের মধ্যে আমরাই রূপ দেবো ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের। টাকা বরাদ্দ হল। তবু কাজের দেখা নেই রে, কাজের দেখা নেই। এখন বলছে, জমিজমার ব্যাপার, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, দুই নয় তিন বছর লাগবে। বিজেপি বলছে, টাকা তো মঞ্জুর করেছিল কেন্দ্র, জমি দিতে পারলো না রাজ্য। বোঝা যাচ্ছে টাল খেতে শুরু করেছে ঘাটাল।

ভয়োল্লাস

মাত্র ১০ বছর। কি অপরাধ করেছিল তামান্না? কেন সে পূর্ণ নারীত্বে প্রস্ফুটিত হতে পারলো না এই বাংলায়? প্রশ্ন আছে কিন্তু উত্তর নেই রাষ্ট্রের কাছে। কারণ এ রাষ্ট্র ভোট বান্ধব, তামান্নাদের নয়। তাই তো শোকাহত মা সাবিনার আক্ষেপ, তামান্না শুয়ে আছে মাটিতে আর অপরাধীরা বহাল তবিয়তে। তাদের বিচার কবে শেষ হবে, আদৌ শাস্তি হবে কিনা কেউ জানে না। একেই তো বলে ভোট! আগে, পরে, হারায়, জেতায় সবেতেই হাজির সন্ত্রাস। যে জয় মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় তাকে জয় না বলে ভয় বলাই কি সমীচিন নয়!

মাদক পুলিশ

তল্লাশি করেছে, তদন্ত করেছে, আদালতে পেশ করেছে, অথচ অপরাধীদের চিনতে পারেনি। এমন ২০ জন পুলিশ কর্মীকে মাদক আইন শিখতে প্রশিক্ষণ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, ইসলামপুর পুলিশ জেলা থেকে এই ২০ জনকে বেছে দিয়েছেন ডিআইজি লিগ্যাল। এরা হবে মাদক প্রশিক্ষিত চাবুক পুলিশ। কিন্তু পুলিশ অপরাধী সম্পর্কের কেমিস্ট্রি চেনা পরিচয়ে ভালো জমে নাকি চাঁদির জোৎস্নায়, তা সকলেরই জানা।

কীটনাশক কোড

সরকারি বই একটু অদল বদল করে কামাচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এ অভিযোগ স্বয়ং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির। তাই এবার জাল পোকা মারতে বইয়ে থাকবে কিউআর কোড। স্ক্যান করলেই মিলবে সংসদের লোগো আর বইয়ের নম্বর। অথচ পড়ুয়াদের অভিযোগ, সময় মত বই না দিয়ে জাল বই বিক্রির সুযোগ করে দেয় এই সংসদই। ওরে বাবা, সংসদ তো বেশ বড় খেলোয়াড়! আসলে সরকারি বইয়ের ভিতর কিলবিল করছে জাল পোকা। কোড দিয়ে কীটনাশকের কাজ করতে পারবে। বলবে আগামী।

উগ্র মৌলবাদীদের আল্টিমেটাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার খিলক্ষেতে সার্বজনীন শ্রীশ্রী দূর্গা মন্দির অপসারণে আল্টিমেটাম দিয়েছে উগ্র মৌলবাদীরা। ২৩ জুন রাত ১১টার দিকে মিছিল করে দূর্গা মন্দিরে গিয়ে আল্টিমেটাম দেয় তারা। উগ্রবাদীদের দাবি, মঙ্গলবার বেলা ১২টা মধ্যে মন্দির সরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় তারা মন্দির ভেঙে ফেলবে। সুমন সুধা নামে এক সনাতন ধর্মাবলম্বী এ অভিযোগ করে বলেন, রাতে হঠাৎ একদল উগ্রবাদী মানুষ মন্দিরে এসে অতর্কিত হামলা চালায়।তারা বলেছে আগামীকাল বেলা ১২টার মধ্যে মন্দির অন্যত্র না সরালে ভেঙে ফেলা হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করে খিলগাঁও থানার পরিদর্শক মো. আশিকুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, 'এমন একটি ঘটনা জানতে পেরেছি। আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করছে। বর্তমানে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতারা থানায় আছেন। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি।'

পাঠকের কলমে

প্রকাশ্যে জমছে আবর্জনা

মহেশতলা পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মেমানপুর বাজারের সামনে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের উপরে প্রকাশ্যে প্রতিদিন জমছে আবর্জনার পাহাড়। স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে বাসিন্দা গড়ে তুলছে এই স্তূপ। বর্ষার জল পড়ে বেরোতে শুরু করেছে দুগন্ধ। তবু কোনো হেলদোল নেই পুরসভার। স্থানীয় কাউন্সিলরও নির্বিকার। এখনই পুরসভার পক্ষ থেকে পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করলে জনজীবনে স্বাস্থ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা।

বরুণ সামন্ত, মহেশতলা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

৫০০ বছর ধরে ৬ টি গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরী মন্দিরে পুজিত হচ্ছে জীবন্ত কাল কেউটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট এবং ভাতার ব্লকের ৬টি গ্রামে বিগত ৫০০ বছর ধরে ঝঙ্কেশ্বরী দেবীর মন্দিরে পুজিত হচ্ছে কাল কেউটে। এই ৬টি গ্রাম হল– নিগন, শিকত্তর, মুসারু, পলসনা, বড় পোশলা এবং ছোট পোশলা। প্রসঙ্গত, এই ৬টি গ্রামে দিনের বেলা গিয়ে অনেকেই দেখেছেন অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে দীর্ঘ কালো রঙের কাল কেউটে বিশাল ফনা নিয়ে। কিন্তু এই সমস্ত গ্রামের মানুষরা কোন ভয়ভীতি নেই এই সাপ সম্পর্কে। এই সাপেদের অবাধ বিচরণ এই গ্রামগুলোতে। যদিও গ্রামবাসীদের বিশ্বাস এটা কোন সাধারণ সাপ নয়, এটা স্বয়ং দেবী ঝঙ্কেশ্বরী বা ঝাঁকলাই নামে বিশেষভাবে পরিচিত। গ্রামের অনেক মানুষই জানাচ্ছেন যে এই সাপ কখনোই কাউকে সহজে দংশন করে না। অনেক সময় দেখা যায় সবার ঘরের মধ্যেও মানুষের সঙ্গে সহবস্থান করছে এই সাপেরা। এই বিশেষ ধরনের কালো রংয়ের কেউটে সাপ এই ছটি গ্রামের সাধারণত দেখা যায়। গ্রামবাসীদের মতে এই সাপেরা রাত্রে বের হয় না এবং অন্যান্য কোন সাপকেও গ্রামেতে ঢুকতে দেয় না। প্রতিটি গ্রামেতেই মা ঝংকেশ্বরীর একটি করে মন্দির আছে। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে ধুমধাম করে এই সমস্ত গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরী দেবীর পূজা–অর্চনা হয়ে থাকে। সেই দিন এই জীবন্ত কেউটে সাপও মন্দিরে চলে আসে এবং তাকেও পূজা করা হয় ভক্তি সহকারে। এই ঝঙ্কেশ্বরী বা ঝাঁকলাই সাপকে ঘিরে নানা মতবাদ আছে গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ যে কালিয়া নাগকে হত্যা করেছিল বলে বলা হয় তারা সেটা বিশ্বাস করে না। শ্রীকৃষ্ণ নাকি কালিয়া নাগকে এই বর্ধমানের এইসব অঞ্চলে নির্বাসন দিয়েছিল। আবার অনেকে বলেন যে চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখীন্দরকে বাসর ঘরে যখন কালনাগিনী দংশন করেছিল তখন বেহুলার অভিশাপে এই গ্রামে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল কালনাগিনী সাপকে। সেই কালনাগিনী সাপেরই উত্তরসূরী এই ঝঙ্কেশ্বরী বা ঝাঁকলাই। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস তার কারণেই এই সাপ বিষহীন হয়ে পড়েছে। আবার অনেক গবেষক তাদের মতবাদে জানিয়েছেন যে এই দেবীর সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সাপেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জাঙ্গুলী দেবীর অনেক মিল আছে। তাই ঝংকেশ্বরী দেবী বা ঝঙ্কেশ্বরি মন্দিরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মেরও একটি সংযোগ অনুমান করা যায়। জনৈক এক পাঁচালী রচয়িতার থেকে জানা যায় যে ৯১১ সনে কৃষ্ণা প্রতিপদে, প্রথম বরিখা কালে পড়িয়া বিপদে, আগমন হনদেবী খুনগড় ডাঙ্গায়। সেই সূত্রে প্রায় ৫০০ বছর আগে এই ঝংকেশ্বরী দেবীর পূর্জাচনা শুরু হয় এইসব অঞ্চলে এমনই অনুমান। তবে বেশ কয়েক দশক আগে বনদপ্তরের প্রাণী বিশেষজ্ঞরা এই স্থানে এসে গবেষণা করে জানায়, যে কাল কেউটেকে এখানে দেখা যায় তা একটি কেউটে উপপ্রজাতির অন্তর্গত এবং যার বিষ অন্যান্য কেউটের থেকেও তীব্র। যদিও গ্রামবাসীরা তাদের সেই মতামতের গুরুত্ব দেয়নি আজও পর্যন্ত। কোনও সময় যদি এই সাপ কাউকে দংশন করে, যদিও গ্রামবাসীরা দংশন বলতে নারাজ। তারা বলেন যে যদি মা ঝঙ্কেশ্বরি কাউকে প্রসাদ করেন তাহলে ভয়ের কিছু নেই। মন্দিরের সামনে বিষ পুকুরে স্নান করে মন্দিরের মাটির কিছুটা অংশ ওই স্থানে লেপে দিলেই সে বিপদ মুক্ত হয়ে যাবে। গ্রামবাসীদের দৃঢ় দাবি এখনো পর্যন্ত এই ঝংকারশ্বরীর সাপের কামড়ে কারো মৃত্যু হয়নি। তাই এই কেউটে সাপ গ্রামে যেমন কাউকে আক্রমণ করে না গ্রামবাসীরাও ভক্তি বসে এবং বিশ্বাসে তাদেরও কোন আক্রমণ করে না।

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

সুন্দরী চেহারার আড়ালে

২০২৪ সালের আগষ্ট মাসের আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কলকাতার একটি ছেলের স্বপ্ন ছিল খুব সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার, সেই রকমই এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার ফেসবুক সূত্রে আলাপ ও পরে বন্ধুত্ব হয়। মেয়েটি জানায় সে কর্মসূত্রে সিঙ্গাপুর থাকে এবং অভিনেত্রী। তার অর্থের অভাব নেই কিন্তু ভালো মনের মতো মানুষ না পাওয়ায় বিয়ের ইচ্ছে থাকলেও ছেলেদের বিশ্বাস করতে পারছে না। পরবর্তীকালে সেই মেয়েটি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। কিছুদিন পরে মেয়েটি তার জন্মদিনে একটি দারুন উপহার পাঠাবার কথা জানালে সে রাজি হয় এবং নির্ধারিত দিনেই কলকাতা বিমানবন্দরের শুল্কদপ্তর থেকে একটি মেয়ে জানায় সিঙ্গাপুর থেকে ওনার নামে একটি পার্সেল আসায় সন্দেহের বসে পার্সেল খুলে তেমন কিছু নিষিদ্ধ দ্রব্য না পেলেও যা সোনার গলার চেন, সোনার বালা সহ আরও কিছু জিনিস পাঠানো হয়েছে সেগুলোর মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, ভারতে তার ট্যাক্স ৫ লক্ষ হয়। প্রেরক তার অজ্ঞতার জন্য ওখানকার হিসেবে মতো ২ লক্ষ টাকা দিলেও বাকি ৩ লক্ষ টাকা তাদের দপ্তরের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরে পাঠালে স্পিড পোস্ট ও স্পেশাল মেসেঞ্জারের সাহায্যে আজকেই ওনার বাড়িতে পার্সেলটি পাঠানো হবে। এই পার্সেল নেওয়ার জন্য আধার কার্ড, ভোটার কার্ড রেডি রাখতে হবে।

হবু সুন্দরী স্ত্রী বলে কথা, তার কত না স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ৩ লক্ষ টাকা ওদের দেওয়া সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠান, ব্যাস! টাকা পাঠাবার পর থেকে সেই তরুণী যেমন তার মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেয় তেমনি কোনো উপহারও আর আসেনি।

লালবাজার সাইবার গোয়েন্দারা তদন্তে সদুর মুম্বই থেকে মুহাম্মদ সিরাজ আনসারী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে জানা যায় সে বহুদিন ধরে ভুয়ো একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে এই জালিয়াতির ব্যবসা শুরু করে। এর আগেও তাকে একই অপরাধের জন্য মুম্বই পুলিশ ধরে জেলে পাঠালে বহুদিন জেলেই ছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্য হবার ঘটনা এই সিরাজ নিজেই সুন্দরী নারীদের ছবি ও নারী কণ্ঠ নকল করে ফেসবুকে সেই সব সুন্দরী নারীদের ছবি পোস্ট ও নিজেই নারী কণ্ঠে আলাপের মাধ্যমে এই ধরণের জালিয়াতির ব্যবসা বহুদিন ধরে করে আসছিল। যে মেয়েটির ছবি পোস্ট করে এই কলকাতার ব্যক্তিটিকে প্রতারণা করেছিল সেই মেয়েটি বাংলাদেশের একজন উঠতি অভিনেত্রী।

(চলবে)

ধ্বংসের কাছাকাছি জুয়েলারী শিল্প

প্রথম পাতার পর

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তো বটেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডোমজুড়ের দক্ষ কারিগরেরা কাজ করে। এমনিতেই ডোমজুড়ের জুয়েলারী বহুদিন ধরে ধুঁকছে। বহু স্বর্ণশিল্পী অন্য পেশায় চলে গেছেন। অনেকে আবার সোনার রুপার গয়না তৈরি ছেড়ে পিতলের(এমিটিশন) গহনা তৈরির দিকে ঝুঁকেছেন। এর উপর ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের পর থেকে একে একে দোকান বন্ধ হচ্ছে। বহু শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। যদিও কিছু দোকানে কাজ হচ্ছে কিন্তু মালিক পক্ষ শ্রমিকদের বেতন দিতে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে কাজ হারানোর ভয়ে দিশেহারা হাওড়া ডোমজুড়ের জুয়েলারী কারিগররা।

এই পরিস্থিতি আর বেশিদিন চলতে থাকলে ডোমজুড়ের জুয়েলারী শিল্প বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কাজ হারাতে পারে হাজার হাজার শ্রমিক। চিন্তার ভাঁজ তাই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের কপালে। তবে কোনো হেলদোল নেই প্রশাসনের। তারা ঢাক ঢোল পিটিয়ে উন্নয়নের প্রচারে ব্যস্ত। বিরোধী নেতারাও খোঁজ রাখে না ডোমজুড়ের। সম্ভবত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের মানচিত্রে নেই ডোমজুড়ের জুয়েলারি শিল্প। থাকলে নিশ্চয়ই তারা ঋণ, অনুদান দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করতো হাজার হাজার মানুষের রুজি–রুটি। ফলে এই শিল্পেও প্রতিদিন পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ছে। উন্নয়নের প্রদীপের নিচে ঘন অন্ধকার ক্রমশ বাড়ছে ডোমজুড় জুয়েলারী শিল্পে।

‘নিঃশব্দ বিপ্লব’ প্রকাশ করলেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৫ জুন সাতগাছিয়া বিধানসভার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর ফুটবল মাঠে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ‘নিঃশব্দ বিপ্লব’ নামে একটি বই প্রকাশ করলেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, কিছুদিন আগেই তার কেন্দ্রজুড়ে ৭৫ দিনব্যাপী বিনামূল্যে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। সেই কর্মসূচিতে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ বিভিন্নভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন যা সারা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন। এই বছরের শেষের

দিকে আবার এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য’ নামে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু সেই ব্যাপারে আয়কর দপ্তর ২টি চিঠি তাকে ধরিয়েছেন। আসলে বিজেপি চায় না মানুষ বিভিন্নভাবে সাহায্য পরিষেবা পাক। সেই চিঠির প্রতিলিপি ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭৬ হাজার মানুষের কাছে পাঠাবেন বলে জানান। তিনি আরো বলেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে মাঝেমধ্যে বলেন তিনি না থাকলে মমতা ব্যানার্জি দিদি থেকে দিদিমা হয়ে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। শুভেন্দু অধিকারী তো ২০২০ সালে বিজেপিতে চলে গেছে তাহলে তারপরে যতবার নির্বাচন হয়েছে ততবারই মমতা ব্যানার্জি জিতছেন কি করে। তিনি বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করে বলেন তিনি দাদা থেকে জ্যাঠা, কাকা দাদু হয়ে গেলেও আগামী ৫০ বছরে তৃণমূলই ক্ষমতায় থাকবে।

উত্তরের আঙিনায়

ভোজন কক্ষ উদ্বোধন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: ২৫ জুন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা অর্থানুকূল্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্ভুক্ত ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের নবনির্মিত ভোজন কক্ষ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পরিষদ সদস্য সহ উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লক্ষ্মী পাল, বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ ও ছাত্রছাত্রীরা।

‘মুসলমানদের প্রসাদ পাঠাবেন না’

প্রথম পাতার পর

তাছাড়া এই প্রসাদ সরকারি ব্যবস্থায় না পাঠিয়ে আপনার দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে পাঠাতে পারতেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরে গোটা রাজ্যজুড়ে আবার নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একে তো কিছুদিন আগেই এই জগন্নাথ দেবের প্রসাদ হালাল বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সে নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। প্রসঙ্গত, অনেকেই এখন বলছেন যেভাবে সরকারি খরচে কালচারাল সেন্টারের নামে টাকা বরাদ্দ করে একটি ধর্মীয় মন্দির দিঘাতে স্থাপন করা হয়েছে তা একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষজনই দাবি করছেন তাহলে সরকারি খরচে দীঘাতে আরো একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক। সরকার সকল ধর্মের সকল বর্ণের সকল মানুষের। তাহলে সরকারি খরচে শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ের জন্যই ধর্মীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে কেন? এটা কি শুধুই ধর্মীয় ভাবাবেগ নাকি এতে ভোটের রাজনীতি কাজ করছে। অনেকে আবার বলছেন অযোধ্যায় যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে কোটি কোটি টাকা খরচা করে সেটা তো কোনও সরকারি পয়সায় করা হয়নি, হয়েছে সারা দেশ থেকে চাঁদা তুলে। তাহলে আমাদের রাজ্যে সরকারি পয়সায় একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় কে খুশি করতে এই জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল কেন? যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটা একটা কালচারাল সেন্টার। কিন্তু এই যুক্তি সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মানতে রাজি নয়।

খোঁজোর মাধ্যমে গ্রন্থাগারে নতুন ভোরের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ আগস্ট ২০২৫ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গন্থাগার ও বিদ্যানগর কলেজের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চলেছে একটি অভিনব মূল্যায়ন পদ্ধতি। এখানে ছাত্র–ছাত্রীদের পড়ার বইয়ের বাইরে পড়ার আগ্রহ দক্ষতা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং নিজের মনেরভাব প্রকাশ করার দক্ষতা বিচার করা হবে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্ত ভাবনাটি প্রথমে ভেবেছিলেন বাখরাহাট লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক অংশুমান রায়। প্রস্তাবটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি প্রদান করেন জেলা গ্রন্থাগার দক্ষিণ ২৪ পরগণার পরিচালন সমিতি। পরবর্তীকালে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিকট জানানো হলে সামান্য কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। আপাতত ঠিক হয়েছে বিষ্ণুপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে অবস্থিত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলির ছাত্র–ছাত্রীদেরকে যারা ষষ্ঠ শ্রেণি, সপ্তম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছেন তারা এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। ৮টি বিষয়ের পরীক্ষা হবে ১) পরিবেশ, ২) বাংলা ও বাঙালি (বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যে বাঙালির অবদান), ৩) বই পড়ার কায়দা কানুন, ৪) ইংরেজি, ৫) প্রতিদিনের খবর, ৬) চিন্তা ভাবনা করে উত্তর লেখ, ৭) জীবনশৈলী, ৮) একটি লাইন দেওয়া থাকবে সেটা পড়ে যে কেউ কবিতা, গল্প, ছবি আঁকা, রচনা, সংলাপ, যে কোনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

পরীক্ষা হবে ৯০ নম্বরের, সময় দুপুর ১২টা থেকে ২ টো পর্যন্ত, স্থান বিদ্যানগর কলেজে। প্রবেশ মূল্য ধার্য হয়েছে ৬০ টাকা। প্রত্যেক শ্রেণি থেকে ১ম স্থান অধিকারী থেকে ৫ম স্থানাধিকারী পর্যন্ত পুরস্কৃত করা হবে এবং জেলা গ্রন্থাকারে সদস্যপদ দেওয়া হবে। এ বিপুল পরিমাণ কর্মকাণ্ড করতে গেলে প্রচুর লোকবলের দরকার। যেকোনো ধরনের জিজ্ঞাসার জন্য সাহায্যকারী নম্বর আছে। সেগুলি হল– ৯৮৩৬৬৮৪৯৬০, ৯৮৩০২৬১৭০১।

অমাবস্যার কোটালে আতঙ্কে সাগরবাসী

প্রথম পাতার পর

তাদের দাবি, বারবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই মাটির নদী বাঁধ ভেঙে গিয়ে প্লাবিত হয় এলাকা। স্থানীয় স্বপন মাইতি জানান, প্রতিবারই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও কোটালের সময় আমরা আতঙ্কে থাকি। আবারো অমাবস্যার কোটাল এটি বছরের সবচেয়ে বড় কোটাল এই কোটালে সমুদ্রের জলস্তর দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়। বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে যে স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ মেরামতের কাজ চালানো হয়।

এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র বলেন, ‘গঙ্গাসাগরের বেশ কিছু জায়গায় স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে রাজ্যের সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে। যে সকল জায়গায় মাটির নদী বাঁধগুলি দুর্বল রয়েছে সে সকল জায়গায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যের সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে মেরামত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের সামনে যে নদী বাঁধ রয়েছে সেই নদী বাঁধ ও মেরামত করার কাজ শুরু করা হয়েছে। যে সকল জায়গায় দুর্বল নদী বাঁধ রয়েছে সে সকল জায়গার মাটির নদী বাঁধের উপর আমরা নজর রাখছি।’ বিজেপি নেতা অনুপ কুমার দাস বলেন, ‘যেভাবে নদী বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে তা দেখে আগামীদিনের কপিলমুনি মন্দিরে অস্তিত্ব সংকটে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামীদিনে এই মন্দির থাকবে কিনা সেটাও প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর বর্ষার সময় নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয় সারাবছর নদী বাঁধ মেরামতের কাজের কথা মনে থাকে না শাসকদলের। নদী বাঁধ অস্থায়ীভাবে মেরামত করলে সেই নদী বাঁধ ভেঙে আবারো প্লাবিত হয় এলাকা। স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ একমাত্র সমাধান সূত্র।’

পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার নির্দেশে এবং ডায়মন্ড হারবার থানার উদ্যোগে মুমূর্ষু রোগীদের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ২৪ জুন ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার মেঘনা ভবনে আয়োজিত হয় শিবির। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রক্তদান করেন শতাধিক পুলিশকর্মী। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ। রক্তের সংকট মেটাতে পুলিশের এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় বলে মনে করছেন অনেকেই।

নৌকাডুবিতে মৃত পরিবারের পাশে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঝড়ের দাপটে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের হোগল নদীতে নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়েছিল ২ যুবকের। অবশেষে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালো রাজ্য সরকার। ক্ষতিপূরণ হিসাবে মৃতদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল ২ লক্ষ টাকার চেক। ২৫ জুন মৃত ২ যুবকের স্ত্রী দ্রৌপদি সরদার ও রুম্পা হালদারের হাতে বাসন্তীর বিডিও অফিস থেকে চেক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাদ্যুতি অধিকারী, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, সহ সভাপতি আতিয়ার রহমান মোল্লা, বাসন্তী থানার আইসি অভিজিত পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। উল্লেখ্য গত ২৯ এপ্রিল পর্যটকদের নিয়ে সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিল ‘এমবি মা সারদা’ নামক এক পর্যটক বোট। সেই মতো ২৮ এপ্রিল বাসন্তীর সোনাখালিতে পৌঁছে গিয়েছিল পর্যটক বোট। পর্যটক বোটে ছিলেন বোটের ৫ জন কর্মী বিশু মণ্ডল,

দেবদাস মণ্ডল, রেজাউল সেখ, জয়ন্ত সরদার ও বৃন্দাবন হালদার। বাসন্তীর হোগল নদীর পুরন্দর এলাকায় নোঙর করেছিলেন। রাতে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। সেই ঝড়ের দাপটে নদীতে উল্টে তলিয়ে যায় পর্যটক বোটটি। সেই মুহূর্তে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচে ৩ জন। জয়ন্ত ও বৃন্দাবন বের হতে পারেনি। ডুবন্ত বোটের মধ্যে সলিল সমাধি হয় তাঁদের। ২৯ এপ্রিল থেকে দফায় দফায় উদ্ধার কাজ শুরু করেন প্রশাসন।

অবহেলিত নোয়াই নদী যার পূর্বনাম লাবণ্যবতী

প্রথম পাতার পর

সেখানে নাগরিক সমিতির তরফ থেকে পরিবেশকে যারা দূষিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক শাস্তির দাবি জানানো হয়। গোবরডাঙা পুরসভার পুর প্রধান শঙ্কর দত্ত উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন এবং নাগরিক সচেতনতা সম্পর্কেও বিশেষ মন্তব্য করেন।

বাসুদেব বাবু আরও বলেন, ‘নেয়াই নদীর উৎসস্থল ইছাপুরের কাছে হুগলি নদী। মোহনা উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত ২ নম্বর ব্লকের খড়িবাড়ির অদূরে সুঁতি নদী। যার মোট দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটার। একসময় নদীয়া জেলার মোহনপুরের কাছে যমুনা থেকে দুটি খাল কেটে সুঁতি ও নোয়াই নদীকে যুক্ত করা হয়েছিল। নোয়াই চারু হাট এবং সাহাপুর গ্রাম দুইটির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু খাল দুটি একেবারে মজে যাওয়ার ফলে সুঁতি ও নোয়াই আজ মজে গিয়েছে। নদীয়ার বড় জাগুলিয়া থেকে কাঁচরাপাড়া হয়ে বেলঘড়িয়া পর্যন্ত রেলপথের পূর্বাংশ এবং বিরাটি থেকে বড় জাগুলিয়া পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমাংশের জল নিকাশের পথ হল নোয়াই বা লাবণ্যবতী।’ এ বিষয়ে নদী গবেষক সুকুমার মিত্র বলেন, ‘যমুনা নদীও সংস্কারের অভাবে আজ মৃত্যু পথযাত্রী। যমুনা থেকে যে খাল দুটি কেটে সুঁতি ও নোয়াইকে যুক্ত করা হয়েছিল, বর্তমানে সেই খাল দুটিও মজে গিয়েছে। ফলে সুঁতি ও নোয়াই নদী তার নাব্যতা হারিয়েছে।’

বিশেষজ্ঞরা যতই নদী সংস্কারের দাবি করুক না কেন প্রশাসন এব্যাপারে নির্লিপ্ত। তাদের অনেক কাজ, ছুটকো নদী–পরিবেশ নিয়ে তাদের ভাববার সময় নেই। তাই নদী দখল এখন এরাজ্যের এক মারণ ব্যাধি। এ থেকে রক্ষা পায়নি লাবণ্যবতীও। বাংলার মৃত প্রায় বহু নদীর মতোই সে আজ অবলুপ্তির ইতিহাসে স্থান পাওয়ার অপেক্ষায়।

আইসিকে সম্বর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত পুলিশ জেলার অন্তর্গত বারাসত থানার আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ডিএসপি পদে উন্নীত হয়েছেন। কর্মজীবনের উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার জন্য হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শনিবার তাকে সম্বর্ধিত করা হয়। এদিন বারাসত হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডলের চেম্বারে মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে স্মারক ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ বিশ্বাস।

ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: পরিচয় গোপন করে দীর্ঘ ২ বছর ভারতে বসবাস করছিলেন এক বাংলাদেশি নাগরিক। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে পাকড়াও করল জীবনতলা থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টের ১৪বি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম মোঃ ইয়াসিন মিয়া (৩৫)। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার আড্ডাবাজার থানার বেওলিন গ্রামের বাসিন্দা তিনি। জানা গিয়েছে, উত্তর দেওয়ানপাড়ার বাসিন্দা তোয়েব দেওয়ানের ভাড়া বাড়িতে তিনি প্রায় দু'বছর ধরে বসবাস করছিলেন।

কিন্তু কোনওরকম বৈধ নথিপত্র ছিল না তার কাছে।

২৪ জুন দুপুরে এএসআই অভিজিৎ মাজির কাছে ওই ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্য আসে। তারপরেই পুলিশ তৎপর হয়ে তাকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, একটি বাংলাদেশি জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি, একটি বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি এবং একটি ভারতীয় আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। আধার কার্ডে তাঁর নাম ছিল সেলিম শেখ এবং ঠিকানা দেওয়া ছিল মুর্শিদাবাদের আসারিয়াদা অঞ্চলের।

জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পাসপোর্ট কিংবা ভিসা কিছুই দেখাতে পারেননি বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা, বা কী উদ্দেশ্যে তিনি এতদিন ভারতে আত্মগোপনে ছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জোকায় সম্পত্তির পুর্নমূল্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরনিগম আইন ১৯৮০-র ১৭৯ ধারানুসারে ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে জোকা এলাকার ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় সাধারণ পুর্নমূল্যনির্ধারণের মাধ্যমে নতুন করে বার্ষিক সম্পত্তি কর নির্ধারণ প্রবর্তন করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। উক্ত আইনের অন্তর্গত, সংশ্লিষ্ট হিয়ারিং অফিসারের সামনে শুনানির সহায়তার জন্য আপত্তি জ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পত্তি কর নির্ধারণের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ওই তালিকা ২০ জুন থেকে সকল কাজের দিন(শনিবার ও রবিবার বাদে) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত ৪ নম্বর ডায়মন্ড পার্কস্থিত সংশ্লিষ্ট অ্যাসেসার কালেক্টরের(জোকা) কার্যালয়ে প্রদর্শিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল ব্যক্তি মূলত সম্পত্তি কর প্রদান করবেন বা যাদের সম্পত্তি কর প্রদান করতে হবে, তাদের জানানো হচ্ছে, যে তারা উক্ত তালিকা নিরীক্ষণ করতে পারবেন। এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহও করতে পারবেন।

নতুন দল গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্মাণ ও ভাঙাচোরা কাজের বর্জ্য যাতে যত্রতত্র না ফেলা হয়, সেজন্য নয়া নিয়ম জারি করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। সেই নিয়ম মেনেই কলকাতা মহানগরের সমস্ত নির্মাণ-বর্জ্য উত্তর ২৪ পরগণা জেলাস্থিত পাথরঘাটার প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টে যাচ্ছে কিনা, তা দেখাশোনার জন্য ১৬টি বরোর প্রতিটিতে একটি করে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, নির্মাণ-বর্জ্য দেখাশোনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দলে রয়েছেন পৌর বিল্ডিং, জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের প্রতিনিধি, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। নির্মাণ-বর্জ্য ওই প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যানবাহনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। নির্মাণ বর্জ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, সেসব অন্য বর্জ্যের থেকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, নির্মাতা ও ঠিকাদারের সাহায্যে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কী না, সেগুলির তদারকি করা ওই দলের সামগ্রিক দায়িত্ব। কোনও বরোয় যদি এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, সেটাও রিপোর্ট আকারে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা, বরোভিত্তিক ওই বিশেষ দলের দায়িত্ব। ওই পৌর নির্দেশিকায় প্রত্যেক বরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নাম ও ফোন নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে নাগরিকেরা প্রয়োজন হলে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

নেই বৈধ কাগজপত্র তবে ট্রেড লাইসেন্স বৈধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা একটি তিনশো বছরেরও অধিক বছরের পুরনো শহর। অধিকাংশ অঞ্চল ভীষণ ঘিঞ্জি। ফলে সমস্যা অসীম। আগুন তার মধ্যে একটি নিত্যদিনের ঘটনা। আর এইসমস্ত ঘটনার দায়ভার এসে পড়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ওপর। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিল্ডিং প্ল্যান একরকম। কিন্তু নির্মাণ হয়েছে অন্যরকম। আবার অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সঠিক নয়। অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট লাইসেন্স পেতে যে সমস্ত বৈধ কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়, তার সমস্ত বৈধ কাগজপত্রের অভাব। যদিও কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে বৈধ ট্রেড পেতে কোনও ব্যবসায়ীর কোনও সমস্যা হয় না। ফায়ার লাইসেন্স থাকলেও তা বছরের পর নবীকরণ হচ্ছে না। পলিউশন বা ক্লিনিক্যাল সার্টিফিকেট দুরঅস্ত্র।

কলকাতা পৌরসংস্থার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা'র প্রস্তাব কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে দেওয়া এই 'সার্টিফিকেট অব এনালিস্টমেন্ট যেটি 'ট্রেড লাইসেন্স নামে পরিচিত, সেটা ব্যবসায়ীদের দেওয়ার আইনের পরিবর্তন আনাটা আশু প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের সমস্ত বৈধ কাগজপত্র থাকলে, তবেই তাকে 'সার্টিফিকেট

Certificate of Enlistment cum e-Receipt
Licence Department,Kolkata Municipal Corporation
Certificate of Enlistment

RECEIPT INFORMATION
Financial Year : 2021-2022
Receipt No : E/05/2021/724833
Transaction Id : 0520210000128290
C.E. No : 0038 6511 1923 (PERMANENT)
Demand Type : New
Demand Nature : PRIMARY(6)
Name of CE Holder : MA DURGA ENTERPRISE, ATASI BANERJEE
Business Address : 2013 SOUTH RAYNAGAR FLAT NO.6, 3RD FLOOR BANSDRONI KOLKATA 700070
Ward No : 112
Nature of Trade : IMPORTER & EXPORTER OF FOOD & NON FOOD ITEMS - SALT AND SPICES
AREA : 280
WITH AC : N
Total Amount Paid(Rs) : 2550.00
Amount in Words : Rupees Two Thousand Five Hundred Fifty only
This document being an e-Receipt cum Certificate of Enlistment, does not require any signature
Page 1 of 1

অব এনালিস্টমেন্ট দেওয়া বা 'সার্টিফিকেট অব এনালিস্টমেন্ট রিনিউ করা উচিত। কলকাতা পৌরনিগম আইন,১৯৮০ - র ১৯৯ নম্বর ধারার অধীনে একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করে ব্যবসায়ীদের কাছে 'সার্টিফিকেট অব এনালিস্টমেন্ট পাওয়ার পদ্ধতি আগের তুলনায় সহজতর করেছে। এখন ব্যবসায়ীদের এই প্রমাণপত্র(সনদপত্র) পাবার জন্য মাত্র দু'টি নথিপত্র অনলাইন পদ্ধতিতে জমা দিতে হয়। এবং তার নবীকরণও নির্দিষ্ট টাকা জমা দিয়ে অনলাইনেই হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার এই লাইসেন্স বিভাগ এখন যন্ত্রের মতো রাজস্ব সংগ্রহ করে চলেছে।

বিজয় ওঝা প্রস্তাবে বলেন, কলকাতায় আগুন লাগতেই পারে। আগুন লাগে। ২০০৮ সাল থেকে ধরে দেখা গেলে, দেখা যাবে বড়ো বড়ো আগুন লেগেছে। নন্দরাম কাটরা আছে। স্টিফেনকোর্ট আছে। আমরি হসপিটাল আছে। ঋতুরাজ হোটেল পর্যন্ত। যেখানে অনেক অনেক সংখ্যায় মানুষ আগুন-ধোঁয়া-ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে। কিন্তু আগুন লাগার পর শেষ দিকে দেখা যায়, প্রশাসন থেকে বলা হয়, এটার ফায়ার লাইসেন্স ছিল না। ফায়ার লাইসেন্স ফেল। পুলিশ লাইসেন্স ফেল। ফুড লাইসেন্স ফেল। ধোঁয়ায় একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স বৈধ নবীকরণযুক্ত। ট্রেড লাইসেন্সটা দেওয়া হয় কোনও কিন্তু না দেখেই। বড়োবাজারে যে কোনও জায়গা থেকে ট্রেড লাইসেন্স তৈরি হয়ে। আর ওখানে ট্রেড হচ্ছে কী হচ্ছে না, ওসব দেখাই হয় না। ট্রেড লাইসেন্স হল 'সার্টিফিকেট অব এনালিস্টমেন্ট'। অনেক গুলি যে লাইসেন্স আছে। কিন্তু আগুন লাগার পর বলি, এদের এটাওটা লাইসেন্স আছে কিন্তু সবই ফেল। কিন্তু আমরা যদি এটা করে দিই, যে ট্রেড লাইসেন্স তখনই দেওয়া হবে, যখন ব্যবসা করার জন্য সমস্তরকম লাইসেন্স নবীকরণ করা হবে। প্রথমে জায়গা আছে কী না আছে কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স আছে। ব্যবসা চলছে, কিন্তু বাকি কোনও লাইসেন্স নেই। মহানাগরিক মশাই আপনি এমন একটা কিছু করে দিন যে ওটা ছাড়া ট্রেড লাইসেন্স হবে না। যতো বড়ো আগুন লেগেছে, সব কিন্তু কমার্শিয়ালেই লেগেছে। আর মানুষ মরেছে। আমরি হসপিটালে আগুনে ৮৯ জন, স্টিফেন হাউসে ৪৩ জন, ঋতুরাজে হোটেলে ১৪ জন আগুনে-ধোঁয়ায় মরলো। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ায় এখন নিয়মনীতির পরিবর্তনের সময় এসেছে। সত্যি ব্যবসা হচ্ছে কী না সেটা দেখে দরকার। আর ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ায় এক জানালা প্রথা আনাটা আবশ্যিক জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে।

এই প্রস্তাবের বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ইজ অর ডুয়িং বিজনেস অনুযায়ী কেবলমাত্র ফটো আইডেন্টিটি কার্ড থাকলেই ব্যবসা করার জন্য আবেদন করলেই 'সার্টিফিকেট অব এনালিস্টমেন্ট পেতে পারে। তবে এটা কোনও ট্রেড লাইসেন্স নয়। তবে এটি দেওয়ার সময় ফায়ার লাইসেন্স, পলিউশন কন্ট্রোলের সার্টিফিকেট ইত্যাদি লাইসেন্স এগুলি নিয়ে নেবো তার একটি 'সেল্ফ ডিক্লেয়ারেশন ব্যবসায়ীকে দিতে হয়। আর কলকাতার নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় লোকসংখ্যা এতোটা বেশি যে সব জায়গায় সবসময় নজরদারী দেওয়া যায় না। কমন্ এরিয়া, কমন্ এক্সেস, বাড়ির ছাদ বিক্রি করা যায় না। নাগরিকদের সুরক্ষার ওপর বর্তমানে জোর দেওয়া হচ্ছে। একটা কমন্ 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিওর(এসওপি) তৈরি করা হচ্ছে বলে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জানান।

বরো স্কিমের অপচয়

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য, 'কাউন্সিলস এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প(ওয়ার্ড প্রতি ৩০ লক্ষ টাকা) এবং 'ইন্টিগ্রেটেড বরো স্কিমে'র মাধ্যমে ওয়ার্ডের অনেক জীর্ণ রাস্তা নতুন করে করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, ওইসব নতুন রাস্তা করার ৬ মাসের মধ্যেই সিইএসসি বা অন্য কোনও সংস্থা ওই রাস্তা কেটে তাদের কাজ করে

চলে যাচ্ছে। এর ফলে নতুন রাস্তা তৈরি করার যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার পুরোটাই নষ্ট হয়।

এবিষয়ে বিশ্বরূপের প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থা যদি এই মুহূর্তে সামগ্রিক ভাবে না হলেও প্রতি ওয়ার্ডে বিশেষ বিশেষ ২-৪ রাস্তার ক্ষেত্রে 'আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ডাক্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে রাস্তা কাটার ফলে পথচারীদের পথে চলাচলের যে অসুবিধা হয় এবং অকারণে অর্থের অপচয় ঘটে তা অনেকটাই হ্রাস করা সম্ভব। এছাড়াও প্রতি জায়গায় কেবল তারের যে জঙ্গল তৈরি হয়েছে, তা যদি এই 'আন্ডারগ্রান্ডার ক্যাবল ডাক্টে'র মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে এই শহর অনেকটা পরিচ্ছন্ন হবে। আর যেহেতু এটি একটি খরচসাপেক্ষ বিষয়, সেই কারণে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রতি ওয়ার্ডে স্বল্প পরিসরে হলেও এই প্রকল্প চালু করা উচিত।'

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোড, বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য সরণীতে (বেকার রোড) আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ডাক্ট বসানো হয়ে গিয়েছে। এরপর হাজরা মোড় থেকে নিয়ে কালীঘাট গেট পর্যন্ত হবে। মূলত যেখানে যেখানে জায়গার সংস্থান হচ্ছে, সেখানে সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ডাক্ট করা হচ্ছে। কিন্তু সিইএসসি'র কিছু ক্যাবল আছে যেগুলি হেভি ডিউটি ক্যাবল সেগুলি ক্যাবল ডাক্টের মধ্যে দিয়ে যাবে না। কিন্তু ইন্টারনেটের ক্যাবল, টেলিভিশনের ক্যাবল এগুলির জন্য ক্যাবল ডাক্ট করা হচ্ছে। সবাই যদি ক্যাবল ডাক্টের মধ্যে তার গুলি নিয়ে যায়, তাহলে ভূপৃষ্ঠের ওপর যে তারের দৃশ্যদূষণ সেটা অনেকটা কমবে। তবে আর্থিক সমস্যায় সারা কলকাতার সব জায়গায় এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়। তবে কলকাতার কিছু কিছু জায়গায় যেখানে মাটির নীচ দিয়ে এখনই একাধিক প্রয়োজনীয় পরিষেবা গিয়েছে, সেখানে ক্যাবল ডাক্ট করা সম্ভব নয়। তবে কলকাতার অধিকাংশ জায়গায় ক্যাবল ডাক্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে যেখানে যেখানে এই আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ডাক্ট তৈরি হয়েছে, সেখানে সেখানে খুবই সাফল্য পেয়েছে বলে মহানাগরিক জানান।

বহুতল নির্মাণে টানা হল রাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে আপাতত সাড়ে ২৫ মিটারের বেশি উচ্চতার বহুতল নির্মাণের অনুমোদন বন্ধ রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দমদমস্থিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সীমানা প্রাচীরের থেকে ২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও ২ তলার বেশি বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য একমাত্র অনলাইনে(অফলাইনে নয়) কলকাতা এয়ারপোর্ট অথরিটিকে আবেদন করতে হবে। কলকাতা এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার ছাড়পত্র মিললে পরেই স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ বিল্ডিং নির্মাণের অনুমোদন(প্ল্যান) দিতে পারে। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কথায়, 'নোটিফিকেশনের কপি হাতে পেলে পৌরসভার বিল্ডিং দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের নিয়ম মোতাবেক কলকাতায় সাড়ে ২৫ মিটারের(অর্থাৎ জি+৮) বেশি উচ্চতার আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে আগে 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশনকে অনলাইনে(অফলাইনে নয়) নকশা পাঠানো হয়। সেখান থেকে অনুমোদন মিললে কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দিতে পারে। কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা জানান, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দমদম বিমানবন্দর ছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালায় ১২৯ ও ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে 'বেহালা ফ্লাইং ক্লাব(বেহালা বিমানবন্দর) রয়েছে।

এই বিমানবন্দরের পশ্চিম দিকে রয়েছে মহেশতলা পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। এখান থেকে বর্তমানে দিনের বেলায় নিত্য একাধিক হেলিকপ্টার যাতায়াত করছে। এখান থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হেলিকপ্টার যাতায়াত করে। এবিষয়ে ডিজিসিএ কলকাতা পৌর এলাকায় ৪টি জোন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর এলাকায় সাড়ে ২৫ মিটারের(জি+৮) বেশি উচ্চতার বিল্ডিং নির্মাণের প্ল্যান পাসের অনুমোদন কলকাতা পৌরসংস্থা দেয় না। ওটা কলকাতা নগরোন্নয়ন দপ্তর(কেএমডিএ) থেকে দেওয়া হয়ে থাকে।

বার্তা

সূচনা : দীর্ঘ রীতি মেনে রথের রসিতে টান পড়তেই শোভাবাজার রাজবাড়িতে কাঠামো পুজোর মাধ্যমে শুরু হয়ে গেল দুর্গোৎসব। পাশাপাশি চলছে রথের পুজোও।

দূষণমুক্তি : কলকাতা মহানগরের রাস্তাঘাট-জলাশয় থেকে পলিথিন ও থার্মোকল মুক্তি ঘটাতে পূর্ব কলকাতার ধাপায় তৈরি হল দৈনিক এক মেট্রিক টন 'থার্মোকল প্রসেসিং প্লান্ট' ও দৈনিক ১০ মেট্রিক টন 'প্লাস্টিক ওয়েস্ট প্রসেসিং প্লান্ট'। ২৪ জুন উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

সচেতনতা : ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক-বিরোধী দিবস পালন করল আলিপুর আবগারি জেলা। ট্যাবলো-সহ একটি সচেতনতা র‍্যালি তিলজলা থেকে কসবা, রুবি, সুলেখা মোড়, পাটুলি, গড়িয়া, টালিগঞ্জ, বেহালা, ঠাকুরপুকুর অঞ্চল পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন আলিপুর আবগারি জেলা দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিমাই বিশ্বাস এবং বিভিন্ন এলাকার ১১ আধিকারিক-সহ দপ্তরের ৬০ জনের একটি দল। সুপারিনটেনডেন্ট বলেন, 'সারা বছরই আমরা বিষ-মাদক সেবন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করি। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে এই মাদক পাচার পুরোপুরি নির্মূল করা যায়।' **ছবি : অরুণ লোধ**

বহুতল আবাসনেও দমকলের ছাড়পত্র আবশ্যক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার নিত্য বহুতল আবাসনের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বহুতল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। কলকাতার বুকে বেশিরভাগ বহুতল গুলিতে দেখা যায় যে, অগ্নি নির্বাপনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকে না, অনেক বহুতলে 'ফায়ার এক্সিট' নেই আর থাকলেও তা বন্ধ। আরও দেখতে পাওয়া যায় যে, ওইসব বহুতলের মূল প্রবেশপথ গুলিও নানাবিধ ব্যবসায়িক কারণে সংকীর্ণ হয়েছে এবং যার ফলে হঠাৎ করে কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে দমকল বাহিনী বা 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে'র কাজ করতে খুবই অসুবিধা হয়। এই কারণে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যায়।

বিশ্বরূপ দে'র প্রস্তাব, বহুতল আবাসনের মানুষদের কাছ থেকে বার্ষিক সম্পত্তি কর নেওয়ার আগে দমকল দফতরের ছাড়পত্র আবশ্যক করা প্রয়োজন। এছাড়াও বহুতল গুলিতে কলকাতা পৌরসংস্থার

অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী 'ফায়ার এক্সিট' ঠিকভাবে আছে কী না এবং বহুতলের প্রবেশ পথ গুলি অবাধ যাতায়াতের উপযুক্ত কী না সেটাও কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে বহুতল আবাসনের আবাসিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার বিশেষ ভাবনাচিন্তা করার সময় এসেছে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বিল্ডিং রুলসের সার্কুলার সেভেন অনুযায়ী রুল ১১৪-এ আমাদের কমন এরিয়া, কমন এক্সেস গুলি বিক্রি করা যায় না। ছাদের রাইট বিক্রি করা যায় না। যা আই জে আর'কেও তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে যে, এখন থেকে ছাদের রেজিস্ট্রেশন কাউকে করতে দেবেন না। কমন এক্সেস আছে কী? ফায়ার এক্সিট যেটা অত্যন্ত জরুরি। ফায়ার ড্রিল এখন হচ্ছে। কিন্তু কলকাতার অনেক গুলি জায়গায় জনসংখ্যা এতোটাই বেশি যে, কলকাতার সব জায়গায় সবসময় নজরদারি দেওয়া যায় না মহানাগরিক জানান।

সাংস্কৃতিকী

বঙ্গনারী সম্মান সিজন ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেড ওয়াইন এন্টারটেইনমেন্টের পক্ষ থেকে রবিবার, ১৫ জিন কলকাতার সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়াম(আইসিসিআর)-এ 'বঙ্গনারী সম্মান, সিজন-৪ অনুষ্ঠিত হয়। সমাজে পরিবর্তনের কারিগর হিসেবে নারীদের ভূমিকায় স্বীকৃতিস্বরূপ রেডওয়ানের এই প্রপকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মোট ১৮ জন মহিলা। তারা হলেন অনামিকা সাহা, মানসী সিনহা, শাশ্বতী গুহ ঠাকুরতা, বিজয়লক্ষ্মী দাশগুপ্ত, প্রণতি সাহা, মধুপর্ণা এভ্রুজ, পাঞ্চালি হালদার, রায়া ভট্টাচার্য্য, চৈতি ঘোষাল, অন্তরা মিত্র, মহুয়া কামদার, শ্রীময়ী মা, অমেনিয়া চক্রবর্তী, মৌমিতা

আচার্য্য, ইন্দ্রানী গঙ্গোপাধ্যায়, রশ্মি রাজেরিয়া ও নন্দিনী ভট্টাচার্য্য সম্মাননা প্রদান বলে সংশ্লিষ্ট কমিটির পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়। এই পুরস্কাররে লক্ষ্য সংবাদ প্রতিবেদন থেকে শুরু করে পুলিশি পরিষেবা এবং সামাজিক কাজ থেকে শুরু করে সঙ্গীত পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের গভীর প্রভাবকে স্বীকৃতি দেওয়া। এদিনের এই পুরস্কার বলে পুরস্কার কমিটির কতৃপক্ষ জানিয়েছে। কতৃপক্ষ আরও জানান, আগামীদিনে কলকাতার মানুষের জন্য আরও এই ধরনের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে তারা আগ্রহী।

স্মারক বক্তৃতা ও ভক্তিগীতি সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র: ৩ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় স্মারক বক্তৃতা ভক্তিগীতি সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনের বক্তা ছিলেন ড. তপন চক্রবর্তী, অচিন্ত্য মুখার্জী, সায়ন দাস, প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা মাতাজী, আরাধনা পাল, তিলক ভট্টাচার্য্য, হৈমন্তী চ্যাটার্জী, মানস ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজ ব্যানার্জী, স্বামী সেবাব্রতানন্দ, শশধর দাস, ক্ষীতি দত্ত প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশনা করেন দেবারতি সেন, শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক, সুমিতা রীতি, শম্পা রায়, অরিন্দম মুখার্জী, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, মিতা নাগ, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস। শ্যামলা ভট্টাচার্য্য, শ্রাবণী সিংহ, সুদীপ পাল, শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ। ধন্যবাদ দেন ভাস্কর রায় চৌধুরী। সঞ্চালনায় সুভাষ মিত্র। সহযোগীতায় রন্দুন রায়। এদিন অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্মারক প্রসঙ্গ —স্বর্গীয় অনুকুল চন্দ্র, স্বর্গীয় পঞ্চানন নন্দী, স্বর্গীয় ইন্দ্র নারায়ণ মিত্র, স্বর্গীয় বিভামতী মিত্র। শুভ অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুন বিখ্যাত সংগীত পরিচালক, সুরকার ও গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ১০৫ তম জন্ম দিবস পালন করা হল বহড়ু দক্ষিণ পাড়ার তার জন্মভিটায়। এদিন শিল্পীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগরের সম্পাদক তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক ড: তরুণ কান্তি নস্কর, বহড়ু দক্ষিণ পাড়া শ্রীদূর্গা ক্লাবের সম্পাদক সুকল্যান সরকার, প্রগ্রেসিভ কালচারাল এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা কুমকুম সরকার, সদস্য অম্লান কুসুম সরকার, মধুময় চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।

তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, জয়নগর ১ নম্বর বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শিল্পীর একাধিক জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এখনো বাস্তবায়িত করা হয়নি। হেরিটেজ কমিটির আরও দাবি কুলপি রোডের একটি অংশ এবং বহড়ু স্টেশনের নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হোক। তাছাড়া তার নামে সংগ্রহশালা ও করা হোক। স্থানীয়দের দাবি, শিল্পীর ভিটার প্রতি কোনো নজর নেই প্রশাসনের। এমনকী জন্মদিবসে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান ও করতে দেখা গেল না স্থানীয় প্রশাসনের কাউকে।

নৃত্য তরঙ্গর অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শিবম আর্ট মিউজিক এন্ড ডান্স অ্যাকাডেমীর ২৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৪ জুন দমদমের জপুর মুক্তমন মঞ্চতে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'নৃত্য তরঙ্গ'। আয়োজন করেছিলেন সংস্থার কর্ণধার ও কথক নৃত্যশিল্পী দর্শিনী লালী চ্যাটার্জী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের

কবি ইলা সূত্রধর। অনুষ্ঠানটি ওমকার বিন্দু স্তোত্রে সংস্থার ছাত্রীদের সমবেত নৃত্যের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন হয়।

এরপর একে একে কথক নৃত্যের আঙ্গিকে বন্দনা, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, তারানা, ভজন, পরিবেশন করে সংস্থার ছাত্রীবৃন্দ যা এক পবিত্র মনমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই সংস্থার ছাত্রীদের মায়েদের নৃত্য নিবেদনও ছিল অপূর্ব। সুন্দর ও সুপরিকল্পিত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য প্রকাণ্ড এক দৈত্যের গল্প কবিগুরুর গানে যা ছিল সমৃদ্ধ, রামচন্দ্র পালের কবিতা অবলম্বনে কথক আঙ্গিকে নৃত্য পরিবেশনা, চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের অংশবিশেষ, এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথিকা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য 'রথযাত্রা'। সমগ্র নৃত্য পরিচালনা ও নৃত্য ভাবনা ছিল দর্শিনী লালী চ্যাটার্জীর। তার আবৃত্তি নিবেদনও ছিল অতি মনোগ্রাহী এবং তার মঞ্চ সজ্জার ভাবনাও ছিল অপূর্ব অনবদ্য। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জুমেলী সরকার, তার সুন্দর বাচনভঙ্গি এই নৃত্যানুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় পৌছে দিয়েছিল। সবমিলিয়ে অনুষ্ঠানটি ছিল দর্শকদের কাছে বেশ উপভোগ্য।

'কৃষ্টি কল্লোল'-এর উপস্থাপন

দীপংকর মান্না : অঙ্কুরোদগমের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন 'কৃষ্টি কল্লোল' অনুষ্ঠিত হল আমতা পীতাম্বর হাইস্কুলে। সুরেলা সূচনায় বাঁশির সুরে সকলকে আপন করে নেন শিল্পী প্রশান্ত ভৌমিক। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বিধায়ক তথা চিকিৎসক ডাঃ নির্মল মাজি বলেন, 'জেলায় জেলায় বৈচিত্রময় কৃষ্টি সংস্কৃতিই আমাদের প্রাণ, সেইসব সৃষ্টি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' স্বাগত ভাষণে গ্রন্থ প্রণেতা ও গবেষিকা রীতা দে বলেন, 'অঙ্কুরোদগম রাজ্য ব্যাপী সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রতিভা বিকাশের সাংস্কৃতিক মঞ্চ। সংগীত, আবৃত্তি, গীতি আলেখ্য ও নাটকে সারাদিন ব্যাপী কৃষ্টি কল্লোল মাতিয়ে রাখেন- শ্যামলী বালা বিশ্বাস, সোমনাথ চক্রবর্তী, শিল্পী ঘোষ, পল্লব প্রতিম কল্লোল স্মারক পত্রিকা।

অনুষ্ঠান থেকে বাগনানের সমাজসেবী ও সফল সংগঠক গোপাল ঘোষ, আমতার বরিষ্ঠ চিত্র ও ভাস্কর শিল্পী গুলজার হোসেন এবং শিক্ষক লেখক পরিবেশকর্মী প্রদীপ রঞ্জন রীত কে কৃষ্টি কল্লোল সম্মানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়ে সেলফি জোনে পরিণত হয় শিক্ষক গবেষক সায়ন দে-র পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় দেওয়াল প্রদর্শনী সাহিত্য ও ঐতিহ্য হাওড়া জেলা।

রাজ্য কমিটির সভাপতি তাপস মহাপাত্র ও রাজ্য সম্পাদিকা নমিতা দাস। উপস্থিত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বর্ধমান, বাঁকুড়া, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি সহ নানা জেলার সদস্যবৃন্দের উচ্চ প্রশংসিত করেন। হাওড়া জেলার সম্পাদক ও

দোলুই, ভবেশ পাত্র, প্রিয়াঙ্গনা দীর্ঘাঙ্গী, সোনালী মুখার্জি, শুভাশীষ হালদার, গৌতম চ্যাটার্জি, নীপা বসু প্রমুখ জেলার সদস্যবৃন্দ। অবশ্যই নজরকাড়ে একক সম্প্রীতিমূলক নাটকে বাঁকুড়ার শিশু শিল্পী আরাধ্যা। প্রকাশিত হয় স্বপন নন্দী সম্পাদিত হাওড়া জেলা অঙ্কুরোদগম এর কৃষ্টি বহুমুখী সংগঠক সৈকত ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান। সৈকত ঘোষের আপ্যায়ন ও আন্তরিকতায় কৃষ্টি কল্লোল এনে দেয় আলাদা মাত্রা। তাপস মাইতির মঞ্চায়ন ও সঞ্চালনায় সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হয়ে ওঠে উপভোগ্য ও মধুময়।

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্র ভেদি রথে ওই যে উনি, ওই যে বাহির পথে

পাঁচু গোপাল মাজী

রথ ও রথযাত্রা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ধর্মপ্রাণ মানুষের আবেগ জড়ানো রবীন্দ্র কবিতার উপরোক্ত দুটো লাইন উল্লেখ না করে পারা যায় না। রথ হল আমাদের এই ভারত ভূমিতে আর্য জাতির প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় উৎসব যা যুগ যুগ ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অতীতে শাক্ত, শৈব, গানপত্য, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই রথযাত্রা উৎসব পালিত হত। আর সেই উৎসবে ধনী দরিদ্র সকল মানুষই যোগদান করতেন।

কিন্তু ভারতবর্ষে ঠিক কতদিন আগে এই রথযাত্রা উৎসব শুরু হয়েছিল তা আজ বলা কঠিন। ভবে ঐতিহাসিকদের কারো কারো মতে বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে বৌদ্ধদের যে রথ উৎসবের প্রচলন ছিল তা থেকেই নাকি আজকের দিনের জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার প্রচলন এ দেশে হয়েছে। কিন্তু এ মতও সর্বসম্মত নয়।

পুরাণ মতে কর্ম ও ভবিষ্য পুরাণে ভাদ্র মাসে সূর্যের রথযাত্রা, দেবী পুরাণে কার্তিক মাসের দেবীর রথযাত্রা, পদ্মপুরাণে ও বরাহ পূরাণে কার্তিক মাসে রাসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা, মৎস্য পুরাণে শিবের রথযাত্রা প্রভৃতি উল্লেখ আছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে রথযাত্রা উৎসব হয় তা এইসব পুরাণের অনুসরণে হয়ে থাকে বলা যেতে পারে।

উড়িষ্যার পুরীর রথযাত্রা ছাড়া আমাদের বাংলায়, বর্তমানে যে রথযাত্রাগুলি দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে হুগলির মাহেশের রথ, গুপ্তিপাড়ার রথ, পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের রাজবাড়ির রথ উল্লেখযোগ্য। ইদানিং ইসকনের রথযাত্রাও বেশ আড়ম্বর পূর্ণ। মুর্শিদাবাদের নসিপুর আখড়ায় যে রথ উৎসব পালিত হয় সেখানে কাঠের রথ, পিতলের রথ, রুপার রথ, লোহার রথ প্রভৃতি মিলিয়ে ৭টি রথ একসঙ্গে টানা হয়ে থাকে বলে জানা যায়। হাওড়া জেলার বাগান্ডায় দুর্গাপুজার বিজয়া দশমীর পরেরদিনে একটা রাম রথযাত্রা উৎসব হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুর খানার কাশিবাটি পাখরবেড়িয়া ও কাঙ্গনবেরিয়া গ্রামে একসময় অক্ষুরের রথ চলত বলে জানা যায়।

এইসব রথগুলির পাশাপাশি আর একটি ভারত বিখ্যাত যে রথের সম্পর্কে অবশ্যই দু চার কথা বলা দরকার, তা হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাওয়ালির মণ্ডল জমিদার বাড়ির রথ। আজকের দিনে অবলুপ্ত ইতিহাস খ্যাত বৈচিত্র্যময় কারুকার্য সমন্বিত সেই রথটি ছিল তদানীন্তন দক্ষিণের নব বৃন্দাবনের ঐতিহ্যমন্ডিত এক উৎসবের প্রাণকেন্দ্র। এই রথের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জমিদার মানিক চন্দ্র মণ্ডল। অবশ্য তাঁর আগে তাঁর পিতৃদেব জমিদার হরানন্দ মণ্ডল একটি রথ নির্মাণ করেছিলেন। সেই রথে আরোহী হতেন তার গৃহ দেবতা লক্ষ্মীজনার্দন জীউ। মানিকবাবুর রথে আরোহী হতেন জগন্নাথ ও বলরাম। সুভদ্রার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাংলা ১৩২৪ সালে প্রকাশিত 'মাহিষ্যকুলকল্পদ্রুম' গ্রন্থের লেখক রামপদ বিশ্বাস লিখেছেন, 'বাওয়ালিতে প্রত্যেক বৎসর মহাসমারোহের সহিত রথযাত্রা পার্বণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই রখযাত্রা উপলক্ষে বহুদূর হইতে দর্শকবৃন্দ আসিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রামের সংকীর্ণ পথগুলি জনাকীর্ণ করিয়া তোলে। এই বৃহৎ রথের সমতুল্য দ্বিতীয় রথ হিন্দুপ্রাণ সমগ্র ভারত ভূমে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেও আজকাল এরূপ রথ নির্মাণ করা সম্ভব হইবে না।' ওই গ্রন্থে তিনি আরো লিখেছেন, 'হরানন্দবাবুর রথ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল এবং ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় মানিকবাবু একটি সুবৃহৎ রথ নির্মাণ করাইতে বাসনা করেন। বাংলা ১২১৬ সালে তিনি এক অভীব মনোহর বৃহৎ শিল্প ও চাতুর্যব্যঞ্জক পুত্তলিকামালায় শোভিত রথ নির্মাণ করান। এই রখের গঠন সৌষ্ঠব, উচ্চতা ও নির্মাণ পারিপট্য বঙ্গে অদ্বিতীয়।'

দীনেশচন্দ্র সেন তার বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থে লিখেছেন– 'কাষ্ঠগৃহের চূড়ান্ত শোভা বাংলার রথগুলিতে প্রদর্শিত হইত। বাংলার নানা স্থানে যথা ২৪ পরগণার বাওয়ালি, মহেশ আন্দুল মৌড়ীতে প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন রথ এখনো আছে। তাদের শিল্প ও কারুকার্য বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য।' দীনেশচন্দ্র সেনের বইতে বাওয়ালি জমিদারদের উক্ত রথে খোদাই করা বেশ কয়েকটি কাষ্টনির্মিত পুত্তলিকার ছবি দেখা যায়। ১৩ চূড়া বিশিষ্ট এবং শতাধিক ফুট উচ্চ বিশালাকার রথটিকে টানবার জন্য দড়ির পরিবর্তে লোহার চেন ব্যবহার করা হতো। অত্যন্ত বিশাল আকার হওয়ায় সম্ভবত রথটি অচিরেই ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। কয়েকবার মেরামত করা সত্বেও রথ একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। রয়ে যায় তার স্মৃতিগাথা।

কলকাতায় ইসকনের রথে সুখোই–৩০ এর চাকা। বলভদ্রের রথে এই চাকা লাগানো হয়েছে

অথঃ রথযাত্রা কথা

আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস

সুভাষ চন্দ্র দাশ

২৩ জুন সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জের চম্পা মহিলা সোসাইটি প্রাঙ্গনে পালিত হল আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস, যা সুন্দরবনের বুকে বিরল এবং প্রথম। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় দুই শতাধিক বিধবা মহিলারা সমবেত হয়েছিলেন। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে চারা গাছ। যাতে করে তাদের হাত ধরে সুন্দরবনে সবুজ পরিবেশ গড়ে ওঠে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল নায়েক, রেখা নেয়ে, রেনুকা মণ্ডল, আকলিমা ঘরামী, অন্নপূর্ণা নস্কর, আর্জি নস্কর সহ অন্যান্যরা। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১০ সালের ২১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস হিসেবে ২৩ জুন দিনটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যদিও লুম্বা ফাউন্ডেশন ২০০৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস পালন করেছে। রাজিন্দর লুম্বা যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসের সদস্য। তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিধবা হওয়ার সময় একজন নারীর মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলোর উপর কাজ করার জন্য লুম্বা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজিন্দর মা ১৯৫৪ সালে ৩৭ বছর বয়সে বিধবা হন। তারপর তাঁর মাকে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, তা দেখে এই ফাউন্ডেশনটি চালু করতে অনুপ্রাণিত হন তিনি। ২০০৫ সালে চালু হওয়ার পর, লুম্বা ফাউন্ডেশন জাতিসংঘের স্বীকৃতির জন্য একটি ৫ বছরের বিশ্বব্যাপী প্রচারণার নেতৃত্ব দেয়। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক বিধবা দিবসকে বার্ষিক বৈশ্বিক কর্ম দিবস হিসেবে গ্রহণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত বিধবা নারীদের দারিদ্রতা এবং অবিচার সমাধানের জন্য এই দিনটি নিবেদন করা হয়েছে। বৈধব্য মোটেই সহজ বিষয় নয়। সঙ্গীহীন জীবন কাটানো একজন মানুষের জন্য খুবই কঠিন। মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো এক সমীক্ষায় জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ সঙ্গীহীন হন। যাদের মধ্যে ১১ মিলিয়নেরও বেশি নারী। সঙ্গীকে হারানো কখনই সহজ বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক বিধবা দিবসে সারা বিশ্বে বিধবাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করাই প্রধান লক্ষ্য। এই দিনের লক্ষ্য হল বিশ্বজুড়ে বিধবাদের সেই অবিশ্বাস্য কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া হয়। কারণ অনেক দেশে বিধবাদের উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন সংস্কৃতিও রয়েছে যেখানে তারা বিধবাদের অভিশপ্ত বা জাদুবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত হিসেবে দেখে। এই ভুল মানসিকতা তাদের সম্প্রদায় থেকে এমনকী তাদের সন্তানদের থেকেও বিচ্ছিন্ন করে।

১৪২ বছর পরও বাখরাহাটের নফর পালের মিষ্টি সমান জনপ্রিয়

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাখরাহাটের নফর সুইটস্ মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানটি ১৪২ বছরে পদার্পণ করল। ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যশালী মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানটির সূচনা করেছিলেন নফর চন্দ্র পাল। তখন বাখরাহাট ছিল নিতান্তই গ্রাম্য একটি এলাকা। অধিকাংশ অঞ্চলটাই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। নফর চন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠিত নফর সুইটসে তখন গুড়, চিনি, বাতাসা, ঘি সমস্ত কিছুই পাওয়া যেত। তখন দিনে ৫০ থেকে ৬০ টাকার বিক্রি বাট্টা হত। পরবর্তী সময়ে নফর চন্দ্র পালের পুত্র যুগল কিশোর পাল পারিবারিক এই মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানটিকে চালিয়ে যান। যুগলকিশোর পালের সাত পুত্র পরবর্তী সময়ে দোকানটিকে চালিয়ে যান। বর্তমানে অনিল পাল, মুরারি পাল, গণেশ পাল, রতন পাল, এবং তাদের পুত্ররা যথাক্রমে সন্তু পাল, চন্দ্রোদয় পাল এবং শুভাশিস পাল বর্তমানে দোকানের দায়িত্ব নিয়েছেন। শুক্রবার সকালে দোকানে বসে মুরারি পাল জানালেন, এখন আমাদের ছেলেরাই মূলত দোকান চালায় তবে আমরাও পাশাপাশি দেখাশোনা করি। নফর পালের মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এখানকার মিষ্টির গুণমানের সঙ্গে কোন আপোষ করা হয় না। প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন কিছু পরিমাণ মিষ্টি বানানো হয় এবং একদিনেই তা শেষ হয়ে যায়। বাসি মিষ্টি এখানে পাওয়া যায় না। এখানকার বিখ্যাত মিষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আতা সন্দেশ, দরবেশ, ল্যাংচা, পানতোয়া, দই, জিলিপি, সিঙ্গারা। বর্তমানে অবশ্য অনেক আধুনিক মানের মিষ্টিও এখানে তৈরি হচ্ছে। মালাই, রসমালাই, কালাকাঁদ, বাটারস্কচ সন্দেশ সহ নানা স্বাদের মিষ্টি এখানে পাওয়া যায়।। মুরারি পাল জানালেন, বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন মেশিনে মিষ্টি প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, এত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আপনারা কম মিষ্টি প্রস্তুত করেন কেন? তার উত্তরে মুরারি বাবু জানান, আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ১ নম্বর কোয়ালিটির ছানা এবং দুধ যারা সরবরাহ করে তাদের যদি দুম করে বেশি মিষ্টি বানানোর জন্য বেশি দুধ ছানার অর্ডার দিই তাহলে হয়তো তারা ১ নম্বর ছানা না দিয়ে তার সঙ্গে পাউডার মিশিয়ে দিতে পারে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে গুণমানকে বজায় রাখার জন্যই গ্রাহকদের সঠিক গুণমানের বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন পরিবেশন করি। যদি কেউ ৫০০০ পিস রসগোল্লার অর্ডার দেন আমরা তা সহজে নিতে চাই না। মুরারী বাবু আরো জানালেন, আমরা কড়াপাকের আতা সন্দেশের জন্য ১ নম্বর পিওর ছানা ব্যবহার করি। সিঙ্গারা এবং দরবেশের জন্য আমরা প্রথম থেকেই সুপার কোয়ালিটির ডালডা ব্যবহার করে থাকি। তাই এই খাবারগুলোর এত স্বাদ। নফর সুইটসের মিষ্টি বাম এবং বর্তমান শাসকদলের অনেক সাংসদ বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিরাও স্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, কলকাতার অনেক নামিদামি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের থেকেও বাখরাহাটের নফর সুইটসের মিষ্টির গুণমান যথেষ্ট উন্নতমানের। তাই কলকাতা থেকে যখন অনেক মানুষ বাখরাহাটে আসেন যাবার সময় অবশ্যই নফর সুইটসের মিষ্টি নিয়ে যান।

সুরের জাদুতে লালু আজ লালন ক্ষ্যাপা

রবীন দাস

লোকসঙ্গীতের সুর ও ছন্দ তার গলায় বাঁধা রয়েছে, গেরুয়া বসন পড়ে গলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের লোকশিল্পীর কার্ড ঝোলালেই কাকদ্বীপের পশ্চিম বেরারচকের বাসিন্দা লালু খাঁ হয়ে ওঠেন লালন ক্ষ্যাপা। দিনে তাকে দেখা যায় রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতে, কখনও বা ভ্যানও চালাতে। অভাবের সংসারে তিনিই একমাত্র রোজগেরে। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী ও ২ সন্তান। সম্প্রতি বাংলা আবাস যোজনার টাকায় ঘর তৈরি করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, খুব ছোটবেলা থেকেই লালু লোকসঙ্গীত গাইতেন, গুরুজি বলে তাঁর তেমন কেউ ছিলেন না। রেডিওতে লালন ফকিরের গান শুনে শুনে শিখেছেন। ছোট বেলায় লক্ষীকান্তপুরের লোকাল ট্রেন ও নামখানার খেয়াঘাটের যাত্রীদের গান শুনিয়ে রোজগার করতেন। একটু বড় হতেই নিজের চেষ্টায় একতারা ও ঘোমোক বাজানো শিখেছেন। এখন প্রতিটি মঞ্চে তিনি একতারা ও ঘোমোক বাজিয়ে গান করেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের লোকশিল্পীর খাতাতেও তাঁর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার সুরেলা কণ্ঠে মেতে ওঠে হাজার হাজার দর্শক। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা সহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়েও তিনি গান গেয়ে সংবর্ধনাও পেয়েছেন।

প্রতিবেশীরা জানান, লালন দিনভর কাজের পর যখন সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে কখনো একটু ক্লান্তি ঘোঁচানোর জন্য লালন বাড়ির উঠোনে কিংবা গাছ তলায় বসে গুনগুনিয়ে গান গাইতে থাকে তবে লালন অভাবের তাড়নায় সে এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ জায়গায় পৌঁছতে পারছে না তবে লালন যেভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একদিন না একদিন লালন খুব বড় মাপের একজন শিল্পী হবে বলে দাবি জানাচ্ছে এলাকার মানুষ।।

কোটিপতি নাপিত

সিদ্ধার্থ সিংহ

ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা রমেশবাবু বড় কোনও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিইও–র মতো রোজ কোর্ট–প্যান্ট পরে, পারফিউম লাগিয়ে একেবারে টিপটপ হয়ে নিজের রোলস রয়েলস বা মার্সিডিজে চড়ে সেলুনে গিয়ে চুল কাটেন। ইনিই ভারতের সব চেয়ে ধনী নাপিত। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাশাপাশি তাঁর আছে ৪৫০টি গাড়ি। যার মধ্যে ১২০টিই লাগজারি। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হল, এত কোটি কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সেলুনে চুল কাটার জন্য একজন কর্মচারীও রাখেননি, তিনি নিজেই তাঁর গ্রাহকদের চুল কাটেন। এই বিপুল সম্পত্তি রমেশ বাবু কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাননি। তিনি নিজে উপার্জন করেছেন।

খুব ছোটবেলায় তিনি খুব কষ্টে কাটিয়েছেন। সামান্য টাকা রোজগারের জন্য বাড়ি–বাড়ি খবরের কাগজ বিলি করেছেন। ব্যাঙ্গালোরের চেন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের কাছে তাঁর বাবার একটি সেলুন ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পরে যেহেতু সে তখন খুবই ছোট ছিল, তাই পরিবারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর মায়ের কাঁধে। তাঁর মা কয়েকটি বাড়িতে ঠিকে কাজের মাসি হিসেবে কাজ করে সংসার চালাতেন। রমেশ বাবু যখন একটু বড় হন, তখন তিনি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের ব্যাবসা শুরু করেন। তার থেকে বেশি কিছু টাকা দিয়ে তিনি তাঁর বাবার সেলুনটা নতুন করে সাজান।

সেই ঝাঁ–চকচকে অত্যাধুনিক সেলুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রাহক আসতে থাকে। গ্রাহকের সংখ্যা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই এত বেড়ে যায় যে, তাদের সামাল দেওয়ার জন্য তিনি এই ধরনের আরও অনেক সেলুন খুলতে বাধ্য হন। সেলুনের পাশাপাশি তিনি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের ব্যবসাও সমান তালে করতে থাকেন। এরপর এই দুটি ব্যবসার লাভের টাকা থেকে তিনি একের পর এক লাগজারি গাড়ি কিনে ভাড়া খাটাতে শুরু করেন। এখন তাঁর কাছে ৪৫০টি গাড়ি। তার মধ্যে আছে ৯টি মার্সিডিজ, ৬টি বিএমডাব্লু, একটা জাগুয়ার আর ৩টি অডি। রোলস রয়েলস ভাড়া দিয়ে তিনি এক–একদিনে ৫০ হাজারেরও বেশি টাকা আয় করেন। রমেশবাবু কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি আজও তাঁর বাবার সেলুনে প্রতিদিন দু–ঘণ্টা করে চুল কাটেন। আর তার জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে নেন মাত্র ১৫০ টাকা।

আতশ কাচে

অলিম্পিক দিবস

হকি বেঙ্গলের উদ্যোগে হাওড়ার ডুমুরজলায় অলিম্পিক দিবসের দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা দৌড়ে অংশ নেয়। এই উপলক্ষে প্রবীণদের একটি হকি ম্যাচ আনুষ্ঠিত হয়। হকি বেঙ্গলের সভাপতি,দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য,১৮৯৪ সালে ২৩ জুন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই দিনটিকে স্মরণ করে প্রতি বছর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে দেশ বিদেশে অলিম্পিক দিবসের দৌড়ের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

নতুন শর্ত

আইএসএল নিয়ে এফএসডিএলের পক্ষ থেকে এআইএফএফেকে লিগ পরিচালনা নিয়ে কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রস্তাবগুলো হলো আরো ১০ বছরের জন্য আইএসএলে অবনমন রদ থাকবে। এছাড়া আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ক্লাবকে আইএসএলে খেলতে গেলে আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব লাইসেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উক্ত ক্লাবকে অন্তত পাঁচবছর একই মালিকগোষ্ঠীর অধীনে পরিচালিত হতে হবে।

বাগানে কিয়ানকি

মোহনবাগানে ফিরতে চলেছেন বিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার জামশেদ নাসিরির ছেলে কিয়ান নাসিরি।২০২৪–সালে মোহনবাগান ছেড়ে চেন্নাইয়ন এফসিতে গিয়েছিলেন কিয়ান নাসিরি। তবে চেন্নাই তাকে ঠিকভাবে সুযোগ দিচ্ছে না ফলে তিনি পুরোনো ক্লাব মোহনবাগানে আসতে চান। আর আশিক কুড়িয়ান চলে যাওয়ায় মোহনবাগান দলেরও দরকার কিয়ানকে। ফলে দুই আর দুই য়ে চার হতেই পারে। তবে চেন্নাইয়ের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে কিয়ানের। কিয়ানকে ট্রান্সফার ফ্রি দিয়ে আনতে হবে। তাতেও রাজি মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ।২০২২ সালের ২৯ জানুয়ারি আইএসএল ডার্বি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে নিজের জাত চেনান কিয়ান। পরিবর্ত হিসেবে নেমে হ্যাটট্রিক করে পিছিয়ে থাকা মোহনবাগানে জেতান।

জার্সি উপহার

লিওনেল মেসির সই করা জার্সি পৌঁছল মোহনবাগান তাঁবুতে। মঙ্গলবার, মহাতারকার জন্মদিনের দিনই এই উপহার পেল শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্তের মারফত নিজের সই করা জার্সি মোহনবাগান ক্লাবকে উপহার দেন ফুটবলের রাজপুত্র। এদিন সন্ধেয় আর্জেন্টিনার এই জার্সি মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত এবং সচিব সৃঞ্জয় বসুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শতদ্রু দত্তও। তাঁর মাধ্যমে মেসিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তাও পাঠানো হয়।

লিগে গোপাল ভাঁড়

কলকাতা ময়দানে ম্যাসকটের ভাবনা প্রথম নিয়ে এসেছিল মোহনবাগান। ম্যাসকটের নাম রাখা হয়েছিল বাগ্গু। কিন্তু কলকাতা লিগে এমন ঘটনা প্রথম। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, গোপাল ভাঁড়ের বুদ্ধি ছিল। হার মানতেন না। ফুটবল এখন আর কেউ শুধু পা দিয়ে খেলে না। মাথা দিয়েও খেলে। যদি পা এবং মাথা দিয়ে কলকাতা লিগ খেলা যায়, তাহলে এই ম্যাসকটের সার্থকতা থাকবে। ম্যাসকট প্রসঙ্গে আইএফএর সভাপতি বলেন, গোপাল ভাঁড় নবরত্নের মধ্যমণি ছিলেন। কঠিন কাজকে সুষ্ঠুভাবে হাস্যরসের মাধ্যমে বার করে আনতেন। তাই ওনার উদ্দেশ্যে ম্যাসকট।

ইংলিশ চ্যানেল জয় রবীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অদম্য জেদ একাগ্রতা আর ইচ্ছাশক্তি এবং শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক দৃঢ়তাকে সঙ্গী করে বিশ্বের অন্যতম কঠিন ও বিপদসংকুল জলপথ ইংলিশ চ্যানেল সফলভাবে অতিক্রম করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ের তালদির বাসিন্দা রবিন বলদে। প্রায় ১১ ঘণ্টা ধরে হিমশীতল জল, বিশাল ঢেউ এবং কঠিন প্রকৃতি–পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় স্থান করেনিলেন তিনি। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্তী এই জলপথটি সমগ্র বিশ্বের সাঁতারুদের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিচিত। সকাল থেকে শুরু করে টানা সাঁতারের মধ্য দিয়ে রবিন বলদে অতিক্রম করেন প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জলপথ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইংলিশ চ্যানেল জয় করা শুধুমাত্র এক শারীরিক পরীক্ষাই নয়, এটি মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাসের প্রকৃত মাপকাঠি। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য রবিন বলদেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, প্রশাসনের আধিকারিকরা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। রবিন এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষার বার্তাও সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন।

এদিন সে জানায়, 'ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্ন দীর্ঘ দিনের। বহুদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগের ফল স্বরূপ সাফল্য পেয়েছি। এই সাফল্য সমগ্র দেশবাসীকে উৎসর্গ করতে চাই। কারণ মানুষের ভালোবাসা না থাকলে এমন সাফল্য কখনই সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আরও বড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রবীনের। প্রস্তুতি চলছে পরবর্তী অভিযানের জন্য।'

টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

সজল দাশগুপ্ত : ১৮ জুন থেকে ২৩ জুন ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল জিতেন্দ্র মোহন দে সরকার মেমোরিয়াল অল বেঙ্গল স্টেট রেংকিং টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট। ছেলে ও মেয়েদের উভয় বিভাগেই খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রে ৬টি বিভাগ রয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১ হাজার প্রতিযোগীরা এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলার ক্রিকেট যুদ্ধ শেষ। ২৮ জুন ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ইডেন গার্ডেনসে। তার আগে ট্রফি নিয়ে ক্রিকেট দিক পালেরা পৌঁছে গিয়েছিলেন সাউথ সিটি মলে। ঝুলন গোস্বামী, মাইকেল ক্লার্করা ক্রিকেট প্রেমীদের সাথে কথা বললেন এবং আমন্ত্রণ জানালেন ইডেনে ফাইনাল দেখবার জন্য। কাগজ বেরোনো অব্দি সেমিফাইনালে মহিলা এবং পুরুষ যেই টিমগুলি উঠেছে সেটার এক ঝলক। ক্যাম্পাস বেঙ্গল টি – ২০ লিগের মহিলাদের যে চারটি শীর্ষ দল যারা সেমি ফাইনাল খেলছে তাদের মধ্যে সবিস্কো স্মাসার মালদা (১০ পয়েন্ট), মুর্শিদাবাদ কুইন্স (৯ পয়েন্ট), লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার (৯ পয়েন্ট), হারবার ডায়মন্ড (৮ পয়েন্ট)। পুরুষ দের মধ্যে হারবার ডায়মন্ড (১০ পয়েন্ট), লাক্স স্যাম কলকাতা টাইগার (৯ পয়েন্ট), অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়রস (৮ পয়েন্ট), মুর্শিদাবাদ কিং (৮ পয়েন্ট)

জয়ন্ত নস্কর স্মৃতি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জয়ন্ত নস্কর মেমোরিয়াল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি আয়োজিত বাসন্তীর চুনাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে অনুষ্ঠিত হল ১৬ টি দলের নক আউট ফুটবল টুর্ণামেন্ট। ১৯ জুন টুর্ণামেন্টের সূচনা করেন তাঁর পুত্র বাপ্পাদিত্য নস্কর। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সেচ ও জলপথ মন্ত্রী সুভাষ নস্কর, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল, মসজিদবাটী পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সরদার, চুনাখালি পঞ্চায়েত উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি, অরুন মণ্ডল, সমাজসেবী মন্টু গাজী সহ বিশিষ্টরা। অ্যাকাডেমী সম্পাদক বাপ্পাদিত্য হাউলি জানিয়েছেন, 'প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই টুর্ণামেন্ট। চতুর্থ তম বর্ষের এই ফুটবল টুর্ণামেন্টে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করেছে'। নিমাই মালি জানিয়েছেন, 'প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে শুধু ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজিত হয়নি। রক্তদান উৎসব হয়েছে। ৭৫০ মহিলা সহ ১২০০ রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির এবং সবুজ বাঁচাতে বিধায়কের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৫০০০ বৃক্ষ বিতরণ করা হয়েছে।' পিতার স্মৃতিতে এমন উদ্যোগ প্রসঙ্গে বাপ্পাদিত্য নস্কর জানিয়েছে, 'বাবা আজীবন

মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছে। তিনি সবার হৃদয়ে রয়েছেন। বাবার সেই আদর্শকে পাথেয় করে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার চেষ্টা করে চলেছি।'

ফুটবলারের খোঁজ

নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারকে প্রস্তাব পাঠাল ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব–১৭ নাইজেরিয়ার জাতীয় দলে খেলা ফুটবলার ইয়ুসুফ ওতুবানজুকে সই করাতে চাইছেন অস্কার ব্রুজো। গত মরসুমে স্ট্রাইকার সমস্যায় ভুগতে হয়েছে লাল–হলুদকে। খারাপ খেললেও চুক্তি থাকায় ছাড়া যাচ্ছে না গ্রীক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়াসকে। পাশাপাশি জামশেদপুর এফসি–র রাইটব্যাক আশুতোষ মেহেতাকেও প্রস্তাব দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

সিএবির স্বস্তি

তিন দশক আগে ইডেনে হওয়া ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য বিজ্ঞাপন বাবদ সিএবির কাছ থেকে ৫১ লক্ষ টাকা কর হিসেবে দাবি করেছিল কলকাতা পুরসভা। ২৯ বছর পরে কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলায় জানিয়ে দিল, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের হাতে থাকা ইডেনের দেখভালের দায়িত্ব পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকারের। কলকাতা পুরসভা করের একটি নোটিস পাঠায় সিএবিকে। সেই নোটিস চ্যালেঞ্জ করে সিএবি।

যোগাতে সোনার পদক পিয়ালীর

মলয় সুর: অভাবের সংসার, তার সঙ্গে লড়াই করেই পরপর জয়, আরো বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছে ক্ষুদে মেয়ে পিয়ালী দাসকে। সদ্য সে জাতীয় পর্যায়ের সেরা হওয়ার সুবাদে জায়গা করে নিয়েছে মালয়েশিয়াতে আন্তর্জাতিক এশিয়ান যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায়। যা অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বর মাসে। এই আর্থিক খরচ বহন করা তার বাবা সুমন্ত দাসের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। এই কারণে সুমন্ত আর্থিক কষ্টে জর্জরিত। চলতি মাসের ৭ জুন শিলিগুড়ির মাটিগাড়াতে ন্যাশনাল যোগাতে অনূর্ধ্ব ৮ থেকে ৯ বছর

মহিলা ট্রেডিশনাল গ্রুপে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক পায়। এই প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্য থেকে প্রায় ৩ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেয়। ছোট্ট পিয়ালীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে সুমন্তর মনের ভেতর স্বপ্ন। এই ছোট্ট যোগাসন খেলোয়াড়ের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর সরডাঙ্গা কালেখাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সে ধীতপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ইতিমধ্যেই সে জেলা ও রাজ্যস্তরে বহু খেতাব জিতেছে। স্থানীয় ফিটনেস যোগা সেন্টারে প্রশিক্ষক পিয়ালী সেনের কাছে তার হাতেখড়ি। বছরখানেক ধরে তার কাছে প্র্যাকটিস করছে সে। সুমন্ত পাড়ার ঘরে হকারি করে সংসার চালান। স্ত্রী বিউটি দাস গৃহবধূ। তারা দুই বোন। ছোট প্রীতি। ২০২৪ সালে বর্ধমান ডিসট্রিক্ট যোগা প্রতিযোগিতায় সে চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ওই বছর উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়ন শিপে গোল্ড পদক পায়। ওর সাফল্যের পিছনে আরেকজনের অবদান রয়েছে ভেটারেন্স অ্যাথলিট যুথিকা রায়ের।

১১ তম জাতীয় যোগা দিবস

বিবেক নিকেতনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির মূল কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালি বিবেক নিকেতনের মুক্ত মঞ্চে ২১ জুন সকালে সমিতির যোগ প্রশিক্ষক ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল ১১ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, সদস্য সুধীর নন্দী, সুবীর পাল, অভিজিৎ মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যোগ ব্যায়ামে অংশ নেয় সমিতির আবাসিক ছাত্র সহ ৫০ জনের অধিক কর্মীবৃন্দ।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল বিশ্ব যোগা দিবস। ২১ জুন সকাল সাড়ে নটায়, গোবরডাঙ্গার বোধন সেবা কেন্দ্রে শুরু হয় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার বিশ্ব যোগা দিবসের অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যোগা কোচ গণেশ পাল, পবিত্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশ মণ্ডল, নীরেশ ভৌমিক, পাঁচুগোপাল হাজরা, আশীষ ঘোষ, দেবাশিস মণ্ডল, সুজিত দুয়ারী প্রমুখ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সেন। এরপর উপস্থিত ও পলাশ মণ্ডল মহাশয়। এবারের যোগা দিবস অনুষ্ঠানে ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রী ধ্যান, প্রাণায়াম ছাড়া উপস্থিত দর্শকদের ১০টি যোগা উপস্থাপন করেন। পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন, নাট্যকর্মীদের বিশেষ করে যোগব্যায়াম করা উচিত কারণ শরীর ঠিক না থাকলে সঠিকভাবে থিয়েটারে অংশগ্রহণ করা যাবে না, শুধু তাই নয় নিজেকে সুস্থ রাখতে গেলে অবশ্যই সকল মানুষকে যোগ ব্যায়ামর্চা করা উচিত, এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিবছর রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা যোগা দিবস পালন করে থাকে। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার এই কর্মকাণ্ডে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা,

সমস্ত অতিথিদের সম্মানিত করা হয়। যোগার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন গণেশ চন্দ্র পাল সংগ্রাম করলেন তারা হলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, দেবব্রত মজুমদার,পবিত্র সরকার গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখরা।

চাঁদমুনি বৃদ্ধাশ্রমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার সকালে ক্যানিংয়ের চাঁদমুনি বৃদ্ধাশ্রমে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আশ্রমের বৃদ্ধ–বৃদ্ধা সহ পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা যোগব্যায়াম ও সচেতনতামূলক আলোচনায় অংশ নেন। পরিচালনা করেন ওয়েষ্ট বেকন স্কাউট। কর্মসূচির শুরুতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যোগব্যায়ামের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত যোগচর্চা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য্য। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য

করে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে জাতিসংঘের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই দিবসটি বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হয়। ওয়েষ্ট বেকন স্কাউটের এক সদস্য জানান, 'যোগ হল প্রাচীন ভারতীয় ধারার একটি বিজ্ঞান, যা আজ গোটা বিশ্বের সম্পদ। আমাদের লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি স্তরে এটির প্রচার করা।'

প্রতিভার সন্ধানে শুরু ক্রিকেট অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহড়ু : বর্তমানে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা। বেশি করে আসক্ত হচ্ছে মোবাইলে। তাই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে জয়নগর থানার বহড়ুতে শুরু হল বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমির। রবিবার বহড়ু হাই স্কুল মাঠে বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমির আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বহড়ু ক্ষেত্রগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক মতিবুর রহমান লস্কর, বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি মলয় দাস, বহড়ু হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, বহড়ু ক্ষেত্রগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঙ্গীতা মণ্ডল, বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রিকেট সম্পাদক অভিজিৎ ঘোষাল, বাংলা জাতীয় অনূর্ধ্ব ১৬ ও ১৯ দলের ক্রিকেটার এবং বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমির

যুগ্ম প্রশিক্ষক সাগর মুখার্জি ও সৌম্য কান্তি মুখার্জি সহ আরো অনেকে। এ ব্যাপারে বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক মতিবুর রহমান লস্কর বলেন, 'বর্তমানে ছেলেদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং আরো বেশি ক্রিকেটে মনোযোগী হতে বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বহড়ু স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি নতুন নতুন প্রতিভাকে তুলে আনতে চাইছে। এখানে প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে ছেলেদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কেউ এগিয়ে আসতে পারেন, এ বিষয়ে বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা চাই ভালো ক্রিকেটার তৈরি করতে।'

দক্ষিণ কোরিয়া পাড়ি জিমন্যাস্ট বিদিশার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জিমন্যাস্টিকে আবার জয়নগরের নামকে তুলে ধরতে দক্ষিণ কোরিয়া পাড়ি দিল ২৩ বছরের বিদিশা গায়েন। জয়নগর–মজিলপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিদিশা গায়েন। বাবা দক্ষিণা গায়েন কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় বর্তমানে কর্মরত। মা বন্দনা মণ্ডল গায়েন একসময় জিমন্যাস্টিকে জাতীয় দলে খেলতেন। বিদিশার ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি জিমন্যাস্টিকের প্রতি আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। জয়নগরের সুপ্রাচীন সৃজনী ক্লাবের জিমনাসিয়াম থেকেই বিদিশার জিমন্যাস্টিকে হাতে খড়ি। ২০১১ সালে মাত্র ৯ বছর বয়সে অন্ধ্রপ্রদেশে অনূর্ধ্ব ১০ বছর ন্যাশনাল জিমনাস্টিক এ দ্বিতীয়, ২০১৪ সালে কলকাতায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিক এ প্রথম, ২০১৫ তে তেলেঙ্গানাতে অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিকে প্রথম, ২০১৬ সালে হরিয়ানায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমনাস্টিকে প্রথম, ২০১৭ কলকাতায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমনাস্টিকে প্রথম, ২০১৭ দিল্লিতে অনূর্ধ্ব ১৭ খেলো ইন্ডিয়া স্কুল গেমসের প্রথম,

২০১৮ সালে মহারাষ্ট্রে আয়োজিত অনূর্ধ্ব ২১ বছর খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে জিমনাস্টিকে প্রথম, ২০১৯ সালে চণ্ডিগড়ে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় সিনিয়র গ্রুপে তৃতীয়, ২০২১ এ অমৃতসরে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় তৃতীয়, ২০২২ সালে ইজিপ্ট এ কায়রো শহরে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন। এভাবেই ছোট থেকেই নিজের জেলা রাজ্য, ভিনরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ও জিমনাস্টিকে একটার পর একটা সাফল্য পেয়েই এগিয়ে যায় থাকে বিদিশা।

বর্তমানে বিদিশা পূর্ব রেলে কর্মরত এবং বিএনআর–এর সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জিমে পায়েল ভট্টাচার্য ও পার্থ মণ্ডলের কাছে প্রশিক্ষণরত। এবার তার লক্ষ্য ইন্ডিয়ান ওম্যানস জিমন্যাস্টিক টিম ফর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ এর ট্রফি ছিনিয়ে আনা। বিদিশা ছাড়া এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫ জনের একটি দল পৌঁছাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এদের মধ্যে আছে মেদিনীপুরের প্রণতি নায়েক, হাওড়ার প্রতিষ্ঠা সামন্ত, কলকাতার তোরা সানি এবং দিল্লির স্নেহা তোরিয়াল। পর্যায়ক্রমে বিদিশার সাফল্যে খুশি তার পরিবারের সদস্যরা। বিদেশের মাটিতে তাঁর সাফল্য কামনা করছে তাঁর বাবা, মা সহ জয়নগরের মানুষ।

অডেন্স কল: গিরিবর্তা জয়

হরিশঙ্কর কুণ্ডু: একটি পর্বতারোহী দল 'ফুটলুজ' আয়োজিত দুই ২৪ পরগণা নিবাসী ৭ জনের একটি পর্বতারোহী দল সুরজিৎ ব্যানার্জি(৩৫) ও সেঁজুতি চক্রবর্তী(২৮) এর নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ড 'নন্দাদেবী অ্যাডভেঞ্চারস' এর সহযোগিতায় ০৭ জুন ২০২৫ গঙ্গোত্রী ও ভিলাঙ্গনা উপত্যকা সংযোগকারী বহু প্রাচীন দূর্গম গিরিবর্ত্য অডেন্স কল (উচ্চতা ৫৫০০ মিটার) অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। দলের বাকি সদস্যরা অনির্বাণ মজুমদার(৫৬), সুসেন দাস(৩৬), শ্যামল দে(৫৪), শান্তনু

পাত্র(৩৯) ও শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল (৪৬)। এখন সকলে সুস্থভাবে ভিলাঙ্গনা উপত্যকায় ঘুত্তু গ্রামে প্রবেশ করেছে। জন বিকনেল অডেন ১৯৩৯ সালে প্রথম জনসম্মুখে আনেন এই গিরিবর্তটি। তাই তার নামানুসারেই এই গিরিবর্তের নাম হয় অডেন্স কল। যোগিনশৃঙ্গ ও গঙ্গোত্রী শৃঙ্গকে বিভাজিত করেছে এই কল। এই পথ গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ – দুই দেবভূমির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। দলটি ৩ জুন গঙ্গোত্রী থেকে পদযাত্রা আরম্ভ করে ৭ তারিখ সকাল ১০ টা নাগাদ দুর্গম এই গিরিবর্ত অতিক্রম করে খাটলিং হিমবাহের ওপর দিয়ে ভিলাঙ্গনা উপত্যকায় যাত্রা শেষ করে।

মাত্র উনিশেই এভারেস্ট জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: অদম্য আত্মবিশ্বাস থাকলে বিশ্বের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা যায় তা এবার দেখিয়ে দিল ১৯ বছরের মেয়ে প্রতিমা রাই। ২১ জুন শিলিগুড়িতে এনসিসি ২৩ নম্বর গার্লস এনসিসি ব্যাটেলিয়ানে পক্ষ থেকে ঘুমের দিমায়াবস্তির মাত্র ১৯ বছরের মেয়ে প্রতিমা রাইকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সংবর্ধনায় এভারেস্ট জয়ের কিভাবে করলেন তা তুলে ধরেন পাশাপাশি তার বক্তব্যের বেশিরভাগ অংশই জুড়ে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী বিরগাথা এমনকী নিজেকে সেনাবাহিনীর জন্য আগামীদিনের তৈরি করার কথা। প্রতিমা রাই বলেন, 'আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে একদিন বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে পা রাখতে পারবো। দার্জিলিঙে একটি বেসরকারি কলেজে পড়ার সময় এনসিসিতে যোগদান করি। ওই সময় তিনি জানতে পারি এনসিসি তরফ

থেকে এভারেস্ট চূড়ায় অবতরণের জন্য একটি ক্যাম্প সংঘটিত হবে সেই লক্ষ্যে তিনি সেখানে নাম নথিভুক্ত করাই, সেই ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য এনসিসির তরফ থেকে ছেলেমেয়ে মিলে ১১ জনের যে তালিকা তৈরি হয়েছিল। তাতে আমার নাম সংযোজিত হয়।' পরবর্তীকালে এ বছরের ৩ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই অভিযানের শুভ সূচনা করেন। ১৮ মে মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রতিমা এভারেস্টের শৃঙ্গে পৌঁছে দেশের এবং এনসিসি ইউনিটের পতাকা গেঁথে তার স্বপ্নপূরণ করেন। তিনি আরও জানান, 'এই অনুভূতি ভোলার নয়। এর জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। পড়াশোনা শেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করার প্রবল ইচ্ছা আছে আমরা।' সে তুলনা করেন অপারেশন সিন্দুরে যুক্ত দুই মহিলা অফিসার সোফিয়া কুরেশি ও ব্যোমিকা সিং এর কথাও তুলে ধরেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com